ইসরায়েলকেই গণহত্যার মূল্য দিতে হবে: এরদোগান

সারে-জমিন

বেহাল ভাঙড়ের বালিগাদা থেকে চন্দনেশ্বরের রাস্তা

রূপসী বাংলা

ইউরোপের নেতারা কেন যুদ্ধ চান

সম্পাদকীয়

গঙ্গা ভাঙনের আতঙ্কে চরম ত্রস্ত চাচণ্ড গ্রামের বাসিন্দারা

সাধারণ

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু থেকে বাদ পড়ল মোহনবাগান

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
৮ অক্টোবর, ২০২৪
২২ আশ্বিন ১৪৩১
৪ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 274 ■ Daily APONZONE ■ 8 October 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

হজে যাওয়ার ফি জমা শুরু আজ থেকে, চলবে ২১শে অক্টোবর পর্যন্ত

আপনজন ডেস্ক: ২০২৫ সালে ভারত থেকে সৌদি আরবে হজ করতে যাওয়ার জন্য যাদের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে তাদের এবার নির্দিষ্ট ফি জমা দেওয়ার নির্দেশিকা চালু করল হজ কমিটি অফ ইন্ডিয়া। হজ কমিটি অফ ইন্ডিয়ার সিইইও লিয়াকত আলি আফাকি সোমবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছেন, ২০২৫ হজে যাওয়ার জন্য যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের আপাতত ১লক্ষ ৩০ হাজার টাকা জমা দিতে হবে। এর মধ্যে প্রসেসিং ফি হিসেবে অফেরতযোগ্য ৩০০ টাকা ও অন্যান্য খরচ বাবদ ২ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। হজ কমিটি অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে গিয়ে কিংবা 'হজ সুবিধা' অ্যাপের মাধ্যমে ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, নেট ব্যাঙ্কিং কিংবা ইউপিআই মারফত টাকা জমা দেওয়া যাবে। এছাড়া, এসবিআই ও ইউবিআইয়ে নির্দিষ্ট পে স্লিপের মাধ্যমেও টাকা জমা দেওয়া যাবে। জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২১ অক্টোবর, ২০২৪।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পেলেন দুই মার্কিন বিজ্ঞানী

আপনজন ডেস্ক: ২০২৪ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞান বা শারীরতত্ত্বে নোবেল পেয়েছেন দুই মার্কিন বিজ্ঞানী ভিক্টর অ্যামব্রোস ও গ্যারি রাভকুন। মাইক্রোআরএনএ (microRNA) আবিষ্কার ও ট্রান্সক্রিপশন-পরবর্তী জিন নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা নিয়ে গবেষণার জন্য তাঁরা এ পুরস্কার পান। বহুকোষী প্রাণীর দেহে কীভাবে জিন নিয়ন্ত্রণ হয়, সে বিষয়ক ধারণার খোলনলচে বদলে দিয়েছে তাঁদের এ গবেষণা। দেহের প্রতিটি কোষে থাকা ক্রোমোজোমের তথ্যকে কোষগুলোর জন্য নির্দেশিকা বলা যেতে পারে। মানুষের শরীরের প্রায় প্রতিটি কোষেই আছে একই ক্রোমোজোম। তাই প্রতিটি কোষে আছে একই জিন, একই নির্দেশনা। এই নির্দেশনা ক্রোমোজোমের ডিএনএ থেকে মেসেঞ্জার আরএনএতে যায়। এই প্রক্রিয়াকে বলে ট্রান্সক্রিপশন। গত শতকের ষাটের দশকেই বিজ্ঞানীরা ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর সম্পর্কে জানতেন। ১৯৯৩ সালে চলতি বছরের নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীরা জিন নিয়ন্ত্রণের নতুন এক উপায় আবিষ্কার করেন।

শাহি ইদগাহ পার্কে লক্ষ্মী বাঈয়ের মূর্তি স্থাপনে অনুমতি হাইকোর্টের

আপনজন ডেস্ক: দিল্লির সদর বাজারের শাহি ঈদগাহ পার্কে স্বাধীনতা সংগ্রামী লক্ষ্মী বাঈয়ের মূর্তি বসায় দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (এমসিডি)। ঈদগাহ ময়দানে মূর্তি বসানোর বিরোধিতা করে দিল্লি হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয় শাহী ঈদগাহ কমিটি। প্রধান বিচারপতি মনমোহন ও বিচারপতি তুষার রাও গেদেলার বেঞ্চ স্বাধীনতা সংগ্রামীর মূর্তি স্থাপনে সম্মতি দিয়ে জানায়, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের মূর্তি স্থাপনে বাধা দেওয়া যাবে না। ডিডিএ এবং এমসিডি-র আইনজীবী জানান, ডিডিএ-র মালিকানাধীন ঈদগাহ পার্কের এক কোণে মহারানি লক্ষ্মী বাঈয়ের মূর্তি বসানো হয়েছে। ফলে প্রার্থনা করার অধিকার কোনওভাবেই বিপন্ন হবে না। শাহী ইদগাহকে ওয়াকফ সম্পত্তি বলে দাবি করে বলে, ১৯৭০ সালে প্রকাশিত একটি গেজেট নোটিফিকেশনে শাহী ঈদগাহ পার্ক মুঘল আমলে নির্মিত একটি প্রাচীন সম্পত্তি। একসঙ্গে ৫০ হাজার নামাজি নামাজ পড়ে। তাই মূর্তি বসানো উচিত নয়। কিন্তু দিল্লি হাইকোর্টের বেঞ্চ সেই দাবি খারিজ করে দেয়।

১২ ঘণ্টার অনশনের ডাক জুনিয়র ডাক্তারদের

কাজে যোগ দেওয়ার আর্জি মুখ্য সচিবের

আপনজন ডেস্ক: আরজি কর ধর্ষণ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তার ও মেডিক্যাল পড়ুয়ারা আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টার অনশনের ডাক দিয়েছেন। বিক্ষোভকারীরা জানান, তাদের মধ্যে ছয়জন 'অনির্দিষ্টকালের জন্য' অনশনে বসবেন। জুনিয়র ডাক্তাররা আরও বলেছিলেন যে একই দিনে একটি প্রতীকী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে এবং সমর্থকদের তাদের বিক্ষোভে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
গত ৯ অগস্ট কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সেমিনার থেকে এক মহিলা শিক্ষানবিশ চিকিৎসকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়।
৯ আগস্ট আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে শিক্ষানবিশ চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে সরব চিকিৎসকরা। চিকিৎসকদের দাবির মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য সচিবের অপসারণ ও হাসপাতালে পুলিশি নিরাপত্তা বাড়ানো।
ধর্মঘটে অংশ নেওয়া জুনিয়র ডাক্তারদের একজন ডা. সৌমদীপ রায় বলেন, আমাদের কলেজের লোকেরা প্রায় দু'দিন ধরে অনশন করছেন। ৩৬ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, সরকার আমাদের দাবি না মানা পর্যন্ত অনশন চলবে। কলেজ থেকে মিছিল হবে এবং আরও অনেক কলেজ ও জুনিয়র ডাক্তাররা উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে

প্রতীকী অনশন ধর্মঘটে অংশ নেবেন।
সিবিআইয়ের পেশ করা চার্জশিট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে ডা. সৌমদীপ বলেন, চার্জশিটে কী রয়েছে তা আমাদের দেখতে হবে, তবে আমরা সর্বদা বলেছি যে এই ঘটনার পিছনে উদ্দেশ্য স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত - কতজন পুরোপুরি জড়িত এবং কতটা প্রমাণ নষ্ট করা হয়েছে - এই সমস্ত কিছু প্রকাশ্যে আসা উচিত। যতক্ষণ না এই সব প্রকাশ পাচ্ছে, ততক্ষণ আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি না। অভয়ার নতুন ভাবনা নিয়ে শুরু হয়েছিল এই লড়াই, যতক্ষণ না অভয়ার কাছ থেকে নতুন আইডিয়া পাচ্ছি, ততক্ষণ আমাদের লড়াই চলবে। তিনি অরও বলেন, আমরা যে বিষয়টি উত্থাপন করতে চাই তা হল: আমরা একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আছি এবং প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ এবং অনশন ধর্মঘটে জড়িত হওয়ার অধিকার রয়েছে। অনশন ধর্মঘট শান্তিপূর্ণভাবে চলছে, কিন্তু সরকার আগে থেকে বিশ্রামাগারে ঢুকতে না দিয়ে এবং আমাদের এখানে বসতে না দিয়ে আমাদের থামানোর চেষ্টা করছে। এটা ঠিক নয়। কারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অনুমতি দেওয়া উচিত, এবং এটি রক্ষা করা সরকারের কর্তব্য।
আরেক অংশগ্রহণকারী ডা. তৌহিদ মঙ্গলবারের সূচি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমাদের যেসব চিকিৎসক অনশনে আছেন তারা অনশন চালিয়ে যাবেন। মঙ্গলবারসকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত আমরাও অনশনে অংশ নেব। এটা শুধু চিকিৎসকদের জন্য নয়; যে কোনও সাধারণ মানুষ অনশনে যোগ দিতে চাইলে আমাদের সঙ্গে এখানে থাকতে পারেন। অনশন ধর্মঘটের পাশাপাশি কলেজ স্কোয়্যার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মহামিছিলের পরিকল্পনা করা হয়েছে।
তৌহিদ বলেন, আমরা মেডিকেল কলেজ থেকে সিনিয়র ডাক্তারদের দ্বারা আয়োজিত একটি সমাবেশও করব, যেখানে আমরা অংশ নেব।
মঙ্গলবারের অনশনের ঘোষণার পর জুনিয়র ডাক্তারদের অনশন প্রত্যাহারের আর্জি জানালেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতি আর্জি জানিয়ে বলেন, আগামী ১০ অক্টোবরের মধ্যে রাজ্যের সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ৯০ শতাংশ উন্নয়নমূলক কাজ শেষ হয়ে যাবে। সবাইকে কাজে ফিরতে অনুরোধ করছি। অনেকে ফিরেছেন। বাকিরাও ফিরুন। মানুষকে পরিষেবা দিন।

বীরভূমে কয়লা খনিতে বিস্ফোরণে মৃত ৭, আহত তিনজন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলার খয়রাশোল ব্লকের লোকপুর থানার ভাদুলিয়া গঙ্গারামচক মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেডে এর খোলামুখ কয়লা খনিতে হটাৎ ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে পার্শ্ববর্তী সমগ্র গ্রাম এলাকা। ঘটনাটি সোমবার সকাল দশটা নাগাদ ঘটে।জানা যায় যে,অন্যান্য দিনের ন্যায় এদিনেও কয়লা খনিতে ব্যবহৃত বিস্ফোরক ও জিলেটিন স্টিক ভর্তি গাড়ি খাদানের সামনে পৌঁছে এবং কয়লা ভাঙার জন্য হোল তথা গর্তের মধ্যে জিলেটিন ভরার সময় অসাবধানতাবশতঃ বিস্ফোরণ ঘটে। যার ফলে বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি যেমন ছিন্ন ভিন্ন হয় পাশাপাশি গাড়ির কাছাকাছি থাকা কর্মরত শ্রমিকদের দেহও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে।বেশ কয়েকজনকে গুরুতরভাবে জখম অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।এদিকে ঠিক কতজনের মৃত্যু হয়েছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা। যদিও তখন পর্যন্ত সাতজনের মৃতদেহ শনাক্ত করা গেছে। মৃত শ্রমিকেরা বেশিরভাগ খাদান লাগোয়া আদিবাসী অধ্যুষিত বাস্তবপুর গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। এতবড় দুর্ঘটনা কিভাবে ঘটল? ধন্দে রয়েছেন এলাকাবাসী। এলাকায় মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। সাতজনের মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য সিউড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। নিহতদের নাম অমিত সিং, জয়দেব মুর্মু, রবিলাল মুর্মু, জুড়ু মারান্ডি, মঙ্গল মারান্ডি, সোমলাল হেমরম ও পলাশ হেমরম। ঘটনায় যেসব শ্রমিক মারা গেছে তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে নবান্ন।
সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ জানান, এটি একটি খুব দুঃখজনক ঘটনা। যেসব শ্রমিকরা মারা গেছেন তাদের পরিবারকে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এছাড়া পরিবারের একজনকে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হবে।

প্রথম নজর

ঠাকুর নামানো নিয়ে দুই ক্লাবের ঝামেলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: ঠাকুর নামাতে গিয়ে নিশ্চিন্দার দুই ক্লাবের ঝামেলা, বচসা থেকে হাতাহাতির অভিযোগ। দূর্গাপুজো নিয়ে এলাকার দুই ক্লাবের বচসা ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল হাওড়ার নিশ্চিন্দা থানা এলাকার পূর্ব সাঁপুইপাড়ায়। স্থানীয় একটি ক্লাবের ঠাকুর নামানোর সময় পাশের ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে বচসা ও হাতাহাতি শুরু হয়। অভিযোগ, পাশাপাশি দুই ক্লাবের বিভিন্ন কারণে বচসা দীর্ঘদিনের। রবিবার রাতে ঠাকুর নামানোর সময় ফের গন্ডগোল শুরু হয়। হামলা এবং পাল্টা হামলার অভিযোগ ওঠে। রাস্তা অবরোধ হয়। ঘটনাস্থলে আসে নিশ্চিন্দা থানার পুলিশ। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। লেজ কাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "রাজ্যে যে দুর্নীতি এবং অনিয়ম চলছে, তা এখন আর চাপা রাখা যাচ্ছে না। আরজিকর কাণ্ড তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তৃণমূলের ক্ষমতাসীন সরকার জনতার সাথে প্রতারণা করছে।" এদিনের দ্বিতীয় পর্বে ডালখোলা শহরে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলের মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর বার্তা দেওয়া হয়, যেখানে সুজন চক্রবর্তী বর্তমান সরকারের দুর্নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন।

বাঘের হানায় নিহত পরিবার পেল উপহার

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা কুলতলি, এখানকার অধিকাংশ মানুষজন সুন্দরবনে মাছ কাঁকড়া ও মধু সংগ্রহ করতে যান গভীর অরণ্যে। আর এর ফলে অনেকেই নদীর খাড়ি জঙ্গলে তে বাঘের আক্রমণে মৃত্যু ঘটেছে। কেউবা বাঘের আক্রমণে আহত হয়ে পঙ্গু অবস্থায় দিন যাপন করছেন। এই সমস্ত বাঘে আক্রমণে আহত ও নিহত পরিবারদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধনে ও পূজার প্রাক মুহূর্তে স্বজনহারাদের কাছে মাতৃ স্বরূপা রূপে আবির্ভূত হয়েছে খড়দহ মনন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্মকর্তারা। কুলতলির দেউল বাড়ি দেবীপুর অঞ্চলের কাটামারিতে ১৮০ বাঘে আক্রমণ পরিবারের সদস্যদের মুখে হাঁসি ফোটালো তারা।

গঙ্গা ভাঙন রোধ ও পুনর্বাসনের দাবিতে বাম ডেপুটেশন

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: গঙ্গা ভাঙ্গন রোধ এবং পুনর্বাসনের দাবিতে বিক্ষোভ ডেপুটেশন কর্মসূচি জেলা বামফ্রন্টের। শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে প্রশাসনিক ভবন চত্বরে ঢোকার মুখে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে দেয় বামফ্রন্টের কর্মী সমর্থকরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধন্দুমার কান্ড মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বরে।
নদী ভাঙ্গন রোধ ও পুনর্বাসন সহ বেশ কয়েক দফা দাবিতে সোমবার দুপুরে ডেপুটেশন কর্মসূচি জেলা বামফ্রন্টের।
উপস্থিত ছিলেন, সিপিএমের জেলা সম্পাদক অম্বর মিত্র, আর এস পি জেলা সম্পাদক সর্বানন্দ পান্ডে, বামফ্রন্ট নেতা দেবজ্যোতি সিনহা, কৌশিক মিশ্র সহ অন্যান্য জেলা নেতৃত্ব।
এদিন জেলা প্রশাসনিক ভবন বন্ধ থাকার ফলে প্রশাসনিক ভবন চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বামফ্রন্ট নেতা-কর্মীরা।
জেলা বামফ্রন্টের দাবি মালদা জেলার বিভিন্ন ব্লকে নদী ভাঙ্গন রোধ, ভুতনিতে রাজ্য সরকারের তৈরি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ, ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম দুর্নীতি ও দলবাজি বন্ধ, গঙ্গা ভাঙ্গনকে জাতীয় সমস্যা ঘোষণা ও মৃতদের পরিবারকে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারকেই দুই লক্ষ নয় উপযুক্ত পরিমানে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার দাবিসহ আরো বেশ কিছু দাবি নিয়ে ডেপুটেশন কর্মসূচি গ্রহণ করে মালদা জেলা বামফ্রন্ট।

কৃষ্ণনগরে সমবায় সমিতির সব কটিতেই জয়ী হল তৃণমূল

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদীয়ার কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে উড়ল সবুজ পতাকা,সমবায় সমিতির সবক'টিতেই জয়ী তৃণমূল।চাপড়া বিধানসভায় সবুজ ঝড়।চাপড়া বিধানসভার আলফা গ্রাম পঞ্চায়েতের ডোমপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচন ছিল রবিবার সমবায়ের ভোট।মোট আসন ছিল নয় টি সব আসনে জয়লাভ করে তৃণমূলের জয়ী।সমবায় নির্বাচনে সব আসনেই জয় পেল তৃণমূল।চাপড়ায় নিঃসন্দেহে শাসকদলের বড় জয়। কারণ,গত লোকসভা ভোটে চাপড়া বিধানসভা থেকে ৫৬ হাজারে বেশি ভোটে এগিয়েছিল শাসক দল।তারপরও সমবায় নির্বাচনে সব আসনেই জয় পেলেন তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা।যদিও এই ফলকে কংগ্রেস সিপিআইএম জোট খুব একটা গুরুত্ব দিতে নারাজ।কংগ্রেস নেতা আসিফ খান বলেন, শাসক দল রিগিং করে জয়ী হয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে ভোট করলে তারা জয়ী হতে পারত না।সেই কারণেই রিগিং করে তারা জয়ী হয়েছে।সমবায়ের ইতিহাসে এই প্রথম পরিচালন বোর্ড প্রতিনিধি নির্বাচন হল।মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৪৭৫
তার মধ্যে ৪২১জনের ভোট পড়েছে।কৃষি ঋণ,স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ঋণ দেওয়ার দেওয়ার। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব রাজাবর মন্ডল বলেন,' বিরোধী দলের অস্তিত্ব নেই আলফা গ্রাম পঞ্চায়েতে স্বচ্ছভাবে নির্বাচন হয়েছে মানুষ তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছে।সবকটি আসনে তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয় যুক্ত হয়েছে।আগামী দিনে আরও কিছু নতুন পরিকল্পনা নিয়ে সমবায়ের সমৃদ্ধি ঘটাতে তৈরি হচ্ছে বলে দাবি তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের।

বেহাল ভাঙড়ের বালিগাদা থেকে চন্দনেশ্বর যাওয়ার রাস্তা

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: বেহাল দশা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের বালিগাদা থেকে চন্দনেশ্বর যাওয়ার রাস্তা। রাস্তা টি বাসন্তী হাই ওয়ে ও সোনারপুর রোড কে যুক্ত করেছে। ৬ অক্টোবর ২০২৪ রবিবার দুপুরে বালিগাদা বাজারে গিয়ে "আপনজন" প্রতিনিধি দেখেন কার্যত জলের তলায় রাস্তা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন বালিগাদা, নারায়ণপুর, বালিপুর, পদ্মপুকুর, ডালাপুকুর, শাকশহর, ঘুমড়ি, বকশহর প্রভৃতি গ্রামের হাজার হাজার মানুষ। এই রাস্তার ধারে রয়েছে নারায়ণপুর পুরাতন উচ্চ বিদ্যালয়। একদিকে রয়েছে বালিগাদা বাজার ও পাগলাহাট বাজার। অপরদিকে রয়েছে শাকশহর বাজার, বোদরা ও চন্দনেশ্বর বাজার। এই রাস্তা ধরে অনেকেই নলমুড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাতায়াত করেন। এই পথ ধরে যেতে হয় নারায়ণপুর ও শাকশহর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় ও ভাঙড় ১ নম্বর ব্লক কার্যালয়ে।
রাস্তাটি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে "আপনজন" প্রতিনিধি কে মুঠোফোনে পদ্মপুকুর গ্রামের কবি আমিনুর ইসলাম জানান, 'রাস্তাটির সংস্কার ও মেরামতির দাবি জানিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক এমনকি সরাসরি সওকাত মোল্যাকেও এবিষয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছে। এই রাস্তায় নিত্যদিন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। একটু বৃষ্টি হলে এক হাঁটু জল জমে যায়। প্রায় দূর্ঘটনা ঘটে, প্রচুর মানুষ আহত হচ্ছে। আমি চাই রাস্তাটির কাজ দ্রুত শুরু হোক।' "আপনজন" কে মুঠোফোনে পদ্মপুকুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কবি দীননাথ গোল্দার বলেন, 'নারায়ণপুর বালিগাদা থেকে চন্দনেশ্বর গামী প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সড়কের দৈন্যদশা ও বেহাল পরিস্থিতির কারণে মাঝে মাঝে দূর্ঘটনা ঘটছে। বালিগাদা সংলগ্ন রাস্তায় এক হাঁটু জল ও খানাখন্দে ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ যাত্রীদের যাতায়াতের নিত্য সমস্যা হচ্ছে। পদ্মপুকুর গ্রামে ঢোকার মুখে বড় বড় গর্ত। এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।'
"আপনজন"-এর পক্ষ থেকে ফোন করা হলে ভাঙড় ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত ও পরিবহণ কর্মাধ্যক্ষ শাহাজান মোল্লা জানান, দূর্গোৎসবের পরে রাস্তার কাজ টি শুরু হবে। সবকিছু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঘাটালে বন্যা দুর্গতদের পাশে স্কুল শিক্ষকরা

সেখ মহম্মদ ইমরান ● ঘাটাল

আপনজন: ফি বছর বর্ষা এলেই বন্যায় ভাসে ঘাটাল মহকুমা। এই বছরও তার অন্যথা হল না। ঘাটালের বুক চিরে বয়ে যাওয়া শিলাবতী নদীর জলে প্লাবিত হয়েছিলো ঘাটাল মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা। প্লাবিত হয় ঘাটাল-চন্দ্রকোনা রাজ্যসড়কও। এর ফলে ঘাটাল জুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে দুর্ভোগ প্রচন্ড আকার নিয়েছিল। বন্যা কমলেও দুর্ভোগ কমেনি। তাই ছুটে গেল ২০১৭ সালে নিযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ। সোমবার ঘাটালের ইড়পালা অঞ্চলের জয়ভাগ ও শ্যামচক গ্রামে ত্রাণ প্রদান করা হলো। এদিন দুই গ্রামের চার শতাধিক পরিবারে হাতে মশারি, শুকনো খাবার, ব্লিচিং পাউডার, সাবান ও অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এদিনের নেতৃত্বে থাকা সেখ হাফিজুর রহমান ও নাসিম জাভেদ বলেন ২০১৭ সালে নিযুক্ত পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রাথমিক শিক্ষকবৃন্দ উদ্যোগী হয়ে সোমবার ঘাটালের বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিন স্থানীয় বাসিন্দা কালীপদ হাজরা বলেন, প্রতিবছর বন্যা এলেই দুর্ভোগের সীমা থাকে না।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

২০ টি চোরাই মোবাইল সহ ধৃত যুবক

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ২০ টি চোরাই মোবাইল সহ এক যুবককে গ্রেফতার করলো জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। রবিবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের নতুন ডাকবাংলা ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় তাকে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ওই যুবকের নাম শামীম শেখ (২৫)। তার বাড়ি মালদার কালিয়াচকে। ধৃতের কাছ থেকে একটি আইফোন সহ ২০ টি মোবাইল বাজেয়াপ্ত করেছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। এদিন চোরাই মোবাইল গুলো নিয়ে বহরমপুরের দিক থেকে বাসে চেপে মালদার দিকে যাচ্ছিল ওই যুবক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সামশেরগঞ্জের নতুন ডাকবাংলা জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এলাকায় নাকা তল্লাশি করে পুলিশ। তখনই কার্যত মোবাইলসহ আটক করা হয় ওই যুবককে। মোবাইল গুলোর কোনরকম কাগজপত্র দেখাতে না পারায় জিজ্ঞাসাবাদের পরেই গ্রেপ্তার করা হয় তাকে।

জয়নগর ঘটনার রহস্যভেদে পুলিশের নজর সিসিটিভি ফুটেজের উপর

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

আপনজন: কুলতলি জয়নগরে স্কুল ছাত্রীর খুনের ঘটনার তদন্তে পুলিশের নজর ওই এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ ও নিহত নাবালিকার বন্ধুর বয়ান। মনে করা হচ্ছে তদন্তের রহস্যভেদে এই দুই ই অস্ত্রই কাজে লাগাতে চলেছে পুলিশ।
সিসিটিভি ক্যামেরায় নাবালিকা ও অভিযুক্ত যুবককে একসঙ্গে দেখা না গেলেও, দু'জনকে মাত্র চার মিনিটের ব্যবধানে একই দিকে যেতে দেখা গিয়েছে। পাশাপাশি, নিহত নাবালিকার এক বন্ধুর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। যে মেয়েটি তাঁর বন্ধুকে একজনের সাইকেলে চেপে যেতে দেখেছিল। পুলিশের তদন্তে এও জানা গিয়েছে দুই বন্ধুতে টিউশন শেষে রোজ একসঙ্গেই ফিরত। শুক্রবারও একসঙ্গেই ফিরছিল।
ঐ মেয়েটি জানায়,চিপস কিনতে সে জয়নগরের মহিষমারি হাটের একটি দোকানে গিয়েছিল। তার কথায়, 'তখন ও বলল আমি এগিয়ে যাচ্ছি। তারপর আমি চিপস কিনে যেই তাড়াতাড়ি বেরই ,ও বলল সাইকেলে চেপে বাড়ি যাবে। তারপর দেখলাম একজনের সাইকেলে উঠে ও বেরিয়ে গেল। 'এর পর থেকেই কুলতলির ওই নাবালিকার আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। শেষে শুক্রবার গভীর রাতে বাড়ি থেকে ৫০০ মিটার দূরে একটি খাল থেকে ঐ নাবালিকার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, অভিযুক্তের হদিশ পেতে কাজে লেগেছিল নিহত নাবালিকার বান্ধবীর বয়ান।
অভিযুক্ত কে পাকড়াও করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় মহিষমারীহাটের একটি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজও। যে ফুটেজ দেখে রহস্যের জট খোলার চেষ্টা করছেন এই কেসের তদন্তকারী আধিকারিকরা। মহিষমারি হাটের একটি দোকানে কাজ করছিল অভিযুক্ত। বিকেল ৫টা ১০ মিনিটে ওই দোকানের সামনে দিয়ে নাবালিকাকে যেতে দেখা যায়। সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে, অভিযুক্ত রাস্তার দিকে তাকিয়ে খেয়াল রাখছিল কোন দিকে যাচ্ছে ঐ নাবালিকা। মেয়েটি বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক চার মিনিট পরে সাইকেল নিয়ে ওই একই দিকে বেরিয়ে যায় অভিযুক্ত যুবক। এর পর কী হয়েছে তা জানারই চেষ্টা করছে পুলিশ। বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালী সোমবার বলেন, 'অভিযুক্তকে আমরা সাত দিনের পুলিশ হেফাজতে পেয়েছি। খুনের মোটিভ কী তা জানতে ক্রমাগত জেরা করা চলছে,আর এই জেরার মাধ্যমে আরো কিছু তথ্য উঠে আসবে। '

শোলাপুকুর মাদ্রাসায় হল অর্ধ বার্ষিকী পরীক্ষা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্দমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের ঐতিহ্যশালী মাদ্রাসা শোলাপুকুর আশরাফুল উলুম শিক্ষা সমাজসেবা বহুমুখী কর্মকান্ডে নিজেকে মেলে ধরেছে। সেই মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হলো অর্ধ বার্ষিকী পরীক্ষা সেই পরীক্ষা উপলক্ষে মাদ্রাসার প্রস্তুতি ছিল চরমে । এই মাদ্রাসায় হাফেজ ও মৌলনা কোর্সের বিভিন্ন সাবজেক্ট পড়ানো হয়। এই মাদ্রাসার পরিকাঠামো বর্ধমান শহরের অন্যান্য মাদ্রাসা থেকে অনেক উন্নত ও আধুনিক। এখানে ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় আগামী দিনের চিন্তাভাবনা কারিগরি শিক্ষা দিয়ে ছাত্র দের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। বর্ধমান শহরের চার নম্বর ওয়ার্ডের ঐতিহাসিক রেলওয়ে ওভার ব্রিজের নিচে শোলাপুকুর মাদ্রাসায় অবস্থিত। এই মাদ্রাসা বর্ধমানের এক অন্যতম সৌন্দর্য এই মাদ্রাসা মসজিদ দেখতে বহু দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসেন । রেলওয়ে ওভার ব্রিজ থেকে এর সৌন্দর্য মানুষকে অবাক করে। মাদ্রাসা তরফ থেকে মাদ্রাসা সম্পাদক শেখ হায়দার আলী ছাত্রদের উন্নত খাওয়া দাওয়া পঠন-পাঠন এবং থাকার ব্যবস্থা সহ বহুবিধ ব্যবস্থা করেছেন। মাদ্রাসার তরফ থেকে বিশিষ্ট শিক্ষক হারুন সাহেব বলেন এই মাদ্রাসায় অনেক সোশ্যাল কাজ করা হয়। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করে এই মাদ্রাসা।

আদালতের কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে আক্রান্ত মহিলা ল ক্লার্ক

সাবের আলি ● ভরতপুর

আপনজন: আদালতের কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে আক্রান্ত মহিলা লক্লার্ক। ক্যানেল পাড়ের রাস্তায় তিন যুবক মহিলার পথ আটকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায় বলে অভিযোগ।
যদিও একটি চারচাকার গাড়ির আলো রক্ষা করল মহিলাকে। গাড়ির আলো দেখেই মহিলাকে ছেড়ে দিয়ে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয় বলে দাবি।
সন্ধ্যা সাতটা নাগাদের এই ঘটনা মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার ভরতপুর থেকে তালগ্রাম যাওয়ার ক্যানেল রাস্তায়। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মহিলাকে ভরতপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়, পরে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা

হয়েছে। এদিকে মহিলার কাছে অভিযোগ পেয়ে ভরতপুর থানার পুলিস তদন্তে নেমেছে। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তিনযুবককে খুঁজছে পুলিস। পুলিস জানিয়েছে, তিন যুবককে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা চলছে।
ওই মহিলার বাড়ি ভরতপুর থানার বনমালিপুর গ্রামে। তিনি কান্দি মহকুমা আদালতের এক আইনজীবীর কাছে মহুরির কাজ করেন। মহিলা জানান, এদিন আদালতের কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যার পর ভরতপুর ব্লকমোড় স্টপেজে বাস থেকে নামি। এরপর সাইকেলে চড়ে বাড়ির পথে রওনা দিই।
কিন্তু রাস্তায় তিন যুবক আমার পথ আটকায়। ওরা প্রথমে আমাকে সাইকেল থেকে নামিয়ে ধ্বস্তাধস্তি করতে থাকে। টর্চের আঘাত করা হয় আমার মাথায়। কানে চড় মারা হয়। এরপর আমার শ্লীলতাহানী করা হয়।
ওইসময় একটি চারচাকা গাড়ি আমাদের দিকে আসছিল। সেই গাড়ির আলো দেখতে পেয়ে আমাকে রাস্তাতেই ধাক্কা দিয়ে ফেলে পালায় তিন যুবক। এদিকে ঘটনার পর চারচাকার যাত্রীরাই মহিলাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন। পরে মহিলা পুলিসে অভিযোগ করেন।

মহিলা সুরক্ষায় 'গোলাপী মোবাইল ভ্যান' চালু হল

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: মহিলা সুরক্ষায় এবার বিশেষ উদ্যোগ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের। সবুজ পতাকা নাড়িয়ে চালু করা হলো 'গোলাপী মোবাইল ভ্যান'। সোমবার বালুরঘাটে পুলিশ লাইন থেকে সবুজ পতাকা নাড়িয়ে এই পিঙ্ক মোবাইল ভ্যানের শুভ সূচনা করেন জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কার্তিক চন্দ্র মন্ডল সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসাররা।
জানা গিয়েছে, আরজি করকাণ্ডের আবহে নারী-নিরাপত্তার উপরে দেয়া হয়েছে বিশেষ জোর। নারীনিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দিতেই এদিন 'গোলাপী মোবাইল ভ্যান' এর সূচনা করা হয়। এই পিঙ্ক মোবাইল পেট্রলিং ভ্যান টহল দেবে বিভিন্ন জায়গায়। সম্পূর্ণভাবে পিঙ্ক ভ্যানটি মহিলা পুলিশ অফিসার এর দ্বারা পরিচালিত হবে। নারী নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এর মধ্যে দিয়ে ইভটিজিং, সাইবার অপরাধ এর মত ঘটনার প্রতিরোধ

নিশ্চিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল জানান, 'পূজোতে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে আমরা বিশেষ সতর্ক রয়েছি। সেই মতো নতুন করে আরো দুটো পিঙ্ক মোবাইল ভ্যান চালু করা হলো। একটি পিঙ্ক মোবাইল ভ্যান বালুরঘাট শহর এবং অন্যটি গঙ্গারামপুর মহকুমার জন্য রয়েছে। অন্যান্য সময়ের পাশাপাশি পুজোর দিনগুলোতে এই পিঙ্ক মোবাইল ভ্যান ২৪ ঘন্টা পেট্রলিং চালাবে। পাশাপাশি মহিলা উইনার্স টিমে নতুন করে আরো ২৪ জন মেম্বারদের সংযুক্ত করা হয়েছে। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সিভিক পুলিশের পাশাপাশি প্রায় ৬০০০ পুলিশ ফোর্স মোতায়েন থাকবে জেলা জুড়ে।'

দুর্গতদের খাদ্য সামগ্রী দিল নাগরিক সমাজ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● পাঁশকুড়া

আপনজন: রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ায় অসহায় হয়ে পড়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। রাজ্য সরকারের পাশাপাশি দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এসেছেন একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। রবিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়ার বন্যা কবলিত দুর্গত মানুষের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দিলেন 'পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক সমাজ ।'
পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক সমাজের রাজ্য সম্পাদক গোলাম ছাত্তার গাজী ও পূর্ব মেদিনীপুরের জেলার কনভেনার সানাউল্লাহ খানের নেতৃত্বে জলমগ্ন দুর্গত দুই শতাধিক পরিবারের হাতে চাল, ডাল, তেল, সয়াবিন, আলু, পেঁয়াজ, জল, শিশুদের জন্য ফ্রুটি, মুড়ি, বিস্কুট ইত্যাদি তুলে দেন সংগঠনের কর্মকর্তারা।
প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল সিদ্দিক সরদার, বিধান গাইন, কবি আব্দুল্ল্যা সাহাজী, রফিকুল ইসলাম, কবি ও সাহিত্যিক সমুদ্র বিশ্বাস, আব্দুল সিদ্দিক সরদার, শেখ সাবির

হোসেন সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা। পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক সমাজের রাজ্য সম্পাদক গোলাম ছাত্তার গাজী বলেন, 'আমরা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রামের জলবন্দি মানুষের পাশে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে পৌঁছেছিলাম । জলবন্দী গ্রামের মানুষগুলো যেমন খাওয়ার কষ্ট পাচ্ছেন ।
অন্যদিকে মাঠের ফসল প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । মাছ চাষীদের জলাশয় গুলো বন্যার জলে ভেসে গেছে । শিশুদের বিভিন্ন রোগ দেখা যাচ্ছে । জমা জল বিষাক্ত হয়ে উঠেছে । এই পরিস্থিতিতে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরে আমরা আনন্দিত, আগামীতেও ওদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করছি।'

কলেজ ছাত্ররা নতুন পোশাক দিল দুঃস্থদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শালবনি

আপনজন: বিদ্যালয় পূজার ছুটি হয়ে গেলেও আজ বাচ্চাদের কাছে ছিল একটি হাসির দিন খুশির দিন। জঙ্গলমহল শালবনির আদিবাসী অধ্যুষিত রাধামোহনপুর আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চন্দ্রকোনা রোড থেকে কিছু প্রাক্তন ও বর্তমান কলেজ ছাত্ররা পুজোতে নতুন জামা তুলে দিল বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদের হাতে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তন্ময় সিংহ জানান কিছু শিশুসহ মোট ৫০ জন ছাত্র ছাত্রীকে নতুন জামা দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্মল মান্ডি এই চন্দ্রকোনা রোড কলেজের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের মানসিকতার প্রশংসা করেন এবং স্থানীয় সচিন সিংহকে এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান।

প্রথম নজর

শপথ নেওয়ার এক সপ্তাহের মাথায় মেক্সিকোর মেয়রকে হত্যা

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ মেক্সিকান রাজ্য গেরেরোর একটি শহরের মেয়রকে খুন করা হয়েছে। সহিংসতায় জর্জরিত লাতিন আমেরিকার দেশটিতে রাজনীতিবিদদের ওপর ধারাবাহিক হামলার সর্বশেষ ঘটনা এটি। কর্তৃপক্ষ রবিবার এই তথ্য জানিয়েছে। শপথ নেওয়ার এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মাঝে মেক্সিকোর চিলপানচিনগোর শহরের মেয়র আলেহান্দ্রো আরকোসকে হত্যা করা হয়েছে। গেরেরো রাজ্যের গভর্নর ইভলিন সালগাদো এক্স-এ লিখেছেন, 'তাকে হারিয়ে গেরেরো সমাজ শোকের সাগরে পড়ে গেছে।' তিনি আরো বলেন, 'চিলপানচিনগোর মেয়র আলেহান্দ্রো আরকোসের হত্যাকাণ্ড আমাদেরকে ক্রোধান্বিত করেছে।' তবে তিনি এই ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য জানাননি।

আরকোসের প্রাতিষ্ঠানিক বিপ্লবী পার্টি ইনস্টিটিউশনাল রেভল্যুশনারি পার্টি (পিআরআই) এই হত্যাকাণ্ডকে একটি 'কাপুরুষোচিত অপরাধ' হিসেবে অভিহিত করেছে এবং ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়েছে।

তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে আরো বলেছে, 'যথেষ্ট সহিংসতা ও দায়মুক্তি ঘটেছে। গেরেরোর বাসিন্দাদের এমন আতঙ্কের মাঝে জীবনযাপন কাম্য নয়।'

প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে অবস্থানের কারণে ড্রাগ কার্টেলের সহিংসতায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত মেক্সিকান রাজ্যগুলোর মধ্যে গেরেরো অন্যতম। ২০০৬ সালে সরকার মাদক পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন করার পর থেকে মেক্সিকোজুড়ে চার লাখ ৫০ হাজারের বেশি লোককে হত্যা করা হয়েছে এবং কয়েক হাজার নিখোঁজ রয়েছে।

মেক্সিকো সিটির সাবেক মেয়র ক্লদিয়া শেইনবম ১ অক্টোবর দেশটির প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথগ্রহণ করেছেন। জুনের নির্বাচন ঘিরে অন্তত ২৪ জন রাজনীতিবিদ হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন।

করাচিতে জিন্নাহ বিমানবন্দরের কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, ২ চিনা নাগরিক নিহত

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের করাচিতে জিন্নাহ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণে দুই চীনা নাগরিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন।

পাকিস্তানে চীনা দূতাবাস এটিকে 'সন্ত্রাসী হামলা' হিসেবে বর্ণনা করেছে। কিছু স্থানীয় হতাহত হয়েছে কিন্তু সামগ্রিক মৃত্যুর সংখ্যা এখনো স্পষ্ট নয়। সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, সিন্ধু প্রদেশে একটি বিদ্যুৎ প্রকল্পে কাজ করা চীনা প্রকৌশলীদের লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়েছে। হামলার দায় স্বীকার করেছে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মি (বিএলএ)। সংগঠনটি এর আগেও চীনা নাগরিকদের উপর হামলা চালিয়েছে। সোমবার এক বিবৃতিতে বিএলএ বলেছে, করাচি বিমানবন্দর থেকে আসা চীনা প্রকৌশলী এবং বিনিয়োগকারীদের একটি উচ্চ পর্যায়ের দলকে নিশানা করে এই হামলা চালানো হয়েছে। গাড়িতে বহন করা ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) দিয়ে এই হামলা চালানো হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছে সংগঠনটি। সিন্ধু প্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জিয়াউল হাসান লাঞ্জার বলেছেন, ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) থেকে বিস্ফোরণটি ঘটানো হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডন জানিয়েছে, একটি গাড়ির সঙ্গে তেলের ট্যাঙ্কারের সংঘর্ষের পর বিস্ফোরণটি ঘটে। ওই বিস্ফোরণে শব্দ পাশের অন্য শহর থেকেও শোনা গেছে। টেলিভিশনের ফুটেজে দেখা গেছে, বিস্ফোরিত এলাকা থেকে কালো ধোঁয়া উড়ছে, আগুন জ্বলছে। এটি বিস্ফোরণ নাকি দুর্ঘটনা সে ব্যাপারে এখনো নিশ্চিত নয়।

আজ হোক বা কাল, ইসরায়েলকেই গণহত্যার মূল্য দিতে হবে: এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান বলেছেন, গাজায় এক বছর ধরে যে গণহত্যা চলছে, তার মূল্য শেষ পর্যন্ত ইসরায়েলকেই দিতে হবে। গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার জবাবে গাজায় শুরু হওয়া যুদ্ধের বর্ষপূর্তিতে সোমবার (৭ অক্টোবর) এরদোগান এ হুঁশিয়ারি দেন।

এরদোগান বলেন, এটা ভুলে গেলে চলবে না, এক বছর ধরে চলা এই গণহত্যার জন্য আজ হোক বা কাল হোক ইসরাইলকেই মূল্য দিতে হবে।

ইসরাইলের বিরুদ্ধে সম্মিলিত পদক্ষেপের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, মানবতার অভিন্ন জোট যেভাবে হিটলারকে থামিয়েছে, একইভাবে নেতানিয়াহু ও তার হত্যার নেটওয়ার্ক বন্ধ করা হবে।

তিনি বলেন, আজ ৭ অক্টোবর... ঠিক ৩৬৫ দিন আগে আমাদের ৫০ হাজার ভাই-বোন, যাদের বেশিরভাগই শিশু ও নারী, যারা জীবিত ছিল, তাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। গাজার হাসপাতাল, বিভিন্ন ধর্মের উপাসনালয় এবং স্কুলগুলো এখন আর দাঁড়িয়ে নেই। অনেক সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং শান্তির দূতরা এখন আর আমাদের মাঝে নেই।

প্রেসিডেন্ট বলেন, গাজা, ফিলিস্তিন এবং লেবাননে যারা মারা যাচ্ছে তারা শুধু নারী, শিশু, শিশু এবং নিরীহ বেসামরিক নাগরিকই নয়; (মারা যাচ্ছে) মানবতা ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাও।

ইসরায়েলের গণহত্যার ঘটনায় ফিলিস্তিন ও লেবাননের জনগণের প্রতি সমবেদনা জানান তুর্কি প্রেসিডেন্ট।

একটি রক্তাক্ত বছর ও ফিলিস্তিনি স্বাধীনতার স্বপ্নে গ্রহণ

আপনজন ডেস্ক: হামাস এবং অন্যান্য ফিলিস্তিনি যোদ্ধারা ইসরায়েলের নজিরবিহীন আগ্রাসনের প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করার এক বছর পর মধ্যপ্রাচ্য একটি বিস্তৃত এবং সম্ভাব্য ভয়ঙ্কর যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠিক এক বছর আগে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরে ইসরায়েলে হামাসের পাল্টা হামলা এবং তেল আবিবের আক্রমণের ঘটনাগুলি ছিল এই অঞ্চলের অশান্ত ইতিহাসের আরও একটি বিপর্যয়কর মুহূর্ত, যা বিভিন্ন আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সাথে তুলনীয়। পশ্চিমা জোট অনেকেই ফিলিস্তিন-ইসরায়েল যুদ্ধের পরিষ্কার ও বিপজ্জনক পটভূমিটিকে ধামাচাপা দিয়ে উল্টো, আধুনিক ইতিহাসে কিছু উদাহরণ যোগ্য বর্বরতার মতো ইসরায়েলি প্রতিক্রিয়াকে আকৃষ্ট করার জন্য ফিলিস্তিনি পক্ষকে দোষারোপ করে থাকে। তারা সহিংসতা ছড়ানোর জন্য ফিলিস্তিনকে দায়ী করে থাকে। কিন্তু পশ্চিমারা ভুলে যায় যে, ফিলিস্তিনি জনগণের দুর্ভোগ এবং নিপিড়ন ৭ অক্টোবরের বহু আগে থেকে এবং ১৯৪৮ সালের নাকবা এবং ঐতিহাসিক প্যালেস্টাইনের পূর্বে জিয়নবাদী তথা ইহুদীবাদী উপনিবেশের মধ্যে গ্রোথিত। কয়েক দশক ধরে ইসরায়েলিরা ফিলিস্তিনি জনগণকে অকাতরে হত্যা এবং লুটতরাজ করে এসেছে। গত বছরের অক্টোবরে যা ঘটেছে, তা একটি জনসংখ্যা থেকে আগ্নেয়গিরি সমান ক্ষোভের বিস্ফোরণ, যেখানে একটি ক্রূর আগ্রাসন ও অবরোধ তাদেরকে কোনঠাসা করে ফেলেছিল। এই অঞ্চলে সীমাহীন আগ্রাসন চালানোর অজুহাত হিসাবে ৭ অক্টোবরের হামলাকে ব্যবহার করে ইসরায়েল যেকোনও যুদ্ধের সমস্ত নৃশংসতার সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করেছে। অবশ্য, এমন নয় যে এটি পূর্বের সঙ্ঘাতগুলোতে এটি যুদ্ধের আইনকে খুব একটা মান্য করেছে। ইসরায়েল এই পর্যন্ত প্রায় ৪২ হাজার লোককে হত্যা করে গাজাকে একটি কবরস্থানে পরিণত করেছে। এটি এই ক্ষুদ্র ভূখ-ে সহিংসতার মধ্যযুগীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে হাসপাতাল, স্কুল এবং শরণার্থী শিবিরগুলি, সমস্তই রক্ত এবং ধ্বংসস্তূপের এক ভয়াবহ মিশ্রণে পরিণত করেছে।

যুদ্ধের শুরুতে ইসরায়েলের কথিত লক্ষ্য ছিল হামাসকে নির্মূল এবং ইসরায়েলি জিম্মিদের প্রত্যাবাসন করা। এই উভয় ক্ষেত্রেই বিশ্বের অন্যতম সেরা সশস্ত্র সামরিক বাহিনীটি, যা যুক্তরাষ্ট্র এবং অনেক ইউরোপীয় রাষ্ট্র দ্বারা ব্যাপকভাবে সমর্থিত, চরম ব্যর্থ হয়েছে।

গাজার পাশাপাশি, তেল আবিব হিজবুল্লাহকে ধ্বংস করার জন্য লেবাননের দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। কিন্তু লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠীটিকে মারাত্মকভাবে আঘাত করা হলেও এর যোদ্ধারা ইসরায়েলি হানাদারদের প্রতিহত করে চলেছে। লেবানন জানিয়েছে, গত বছর ইসরায়েলি সহিংসতায় দুই হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। এদিকে, পশ্চিমারা মানবাধিকার রক্ষার জন্য অগ্রণী হতে ভালোবাসে, কিন্তু সম্ভবত এই দেশগুলির কাছে গাজা এবং লেবাননের জনগণ হল উনমানুষ। জাতিসঙ্ঘের কর্মকর্তা ফ্রান্সেস্কা আলবানিজের পর্যবেক্ষণ অনুসারে, ইসরায়েলের দৃষ্টিতে ফিলিস্তিন ও লেবাননে 'কোনো বেসামরিক নাগরিক নেই'। ৭ অক্টোবর-পরবর্তী দৃশ্যপট ইসরায়েলি বর্বরতা তুলে ধরার পাশাপাশি, পশ্চিমা জোটের ভ-ামি এবং মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অসারতাকেও উন্মোচিত করেছে। ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইসরাইল তার গণহত্যামূলক প্রচারণা চালিয়ে গেলেও, ইসরাইল ও তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে কোনো অর্থবহ পদক্ষেপ নিতে অস্বীকার করেছে তথাকথিত ইসলামিক 'ভ্রাতৃ সমাজ'। এই পরিস্থিতিতে, ইসরায়েলি আগ্রাসন এবং পশ্চিমা তুষ্টির কল্যাণে মধ্যপ্রাচ্য একটি বিস্তৃত যুদ্ধের দাবানল দ্বারা গ্রাস হতে পারে, বিশেষ করে যদি তেল আবিব ইরানে আঘাত করে। আরও বিপর্যকর যুদ্ধের সম্ভবনা ফিলিস্তিনি স্বাধীনতার স্বপ্নে গ্রহণ লাগিয়ে তাদের ভাগ্য গ্রাস করে নিয়েছে।

ইসরায়েলি হামলার আশঙ্কায় সব বিমানবন্দর বন্ধ করল ইরান

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের হামলার আশঙ্কায় ইরান সব বিমানবন্দর বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। রোববার রাত ৯টা থেকে সোমবার সকাল ৯টা পর্যন্ত ইরানের বিমানবন্দরগুলোয় বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণ বন্ধ থাকবে। তবে জরুরি ফ্লাইট, ফেরি ফ্লাইট এবং সরকারি বিমান এই বিধিনিষেধের বাইরে থাকবে বলে জানা গেছে। ইরানের বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার মুখপাত্রের বরাতে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

গত সপ্তাহে ইসরায়েলে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড। এ হামলার পর তেহেরানে পাল্টা হামলা চালাতে প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসরায়েল। দেশটির রাজনৈতিক মিত্র এবং ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী সেই পথেই এগুচ্ছে। তবে ইরানের কোন দিকটি টার্গেট করে হামলা চালাবে তেল আবিব সেটিই এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এ নিয়ে এক বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম দ্য জেরুজালেম পোস্ট।

এতে বলা হয়েছে, ইরানের তেলবাহী স্থাপনাকে কেন্দ্র করে আইডিএফ'র হামলা নিয়ে ইসরায়েলের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কিছুটা দ্বিধা তৈরি হয়েছে। কারণ হামলাটি তারা এমনভাবে চালাতে চায় যেন এর মাধ্যমে তারা পুরো বিশ্বকে তাদের সক্ষমতা জানান দিতে পারে। এক্ষেত্রে ইরানের সামরিক, অর্থনৈতিক এবং সরকারি কাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে তেল আবিব। কারণ এই তিনটি লক্ষ্যবস্তুর একটিতে হামলা করলে ইসরায়েল বেশি লাভবান হবে।

ডেনমার্কে ইসরায়েলি দূতাবাসের কাছে ফের বিস্ফোরণ

আপনজন ডেস্ক: ডেনমার্কে অবস্থিত ইসরায়েলি দূতাবাসের কাছে নতুন একটি বিস্ফোরণ ঘটেছে। স্থানীয় পুলিশ সোমবার এ তথ্য জানিয়েছে। এই বিস্ফোরণটি কোপেনহেগেনে দূতাবাস থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে ঘটেছে। এর পাঁচ দিন আগেই ওই ভবনের কাছে দুটি বিস্ফোরণ ঘটে, যার জন্য দুই সুইডিশ নাগরিককে আটক করা হয়েছে। কোপেনহেগেন পুলিশের পরিদর্শক ট্রাইন মোলার সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা অবশ্যই তদন্ত করছি, এর আগে ইসরায়েলি দূতাবাসে ঘটে যাওয়া (আগের) ঘটনার সঙ্গে কোনো সংযোগ থাকতে পারে কি না। এখন পর্যন্ত এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।' এ ছাড়া এই বিস্ফোরণ সম্ভবত গুলির কারণে হয়েছে বলেও জানিয়েছেন এই পুলিশ কর্মকর্তা। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ছবিতে ইসরায়েলি দূতাবাস থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে একটি আবাসিক ভবনের সামনে বিস্ফোরণের চিহ্ন দেখা গেছে। এদিকে সুইডেনের গোয়েন্দা সংস্থা সাপো জানিয়েছে, ইরান ডেনমার্কে ২ অক্টোবরের বিস্ফোরণ এবং তার এক দিন আগে স্টকহোমে ইসরায়েলি দূতাবাসের কাছে গোলাগুলির সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। এর আগে মে মাসে সাপো বলেছিল, ইরান সুইডিশ অপরাধী গ্যাং সদস্যদের নিয়োগ করছে, যাতে তারা ইসরায়েলি ও অন্যান্য স্বার্থের বিরুদ্ধে সহিংস কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। তবে ইরান সে অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ডেনমার্ক গত সপ্তাহে তিন সুইডিশ নাগরিককে বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আটক করেছ। পরে ডেনমার্কের একটি আদালত বৃহস্পতিবার তাদের মধ্যে দুজনকে ২৭ দিনের জন্য হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, যাদের বয়স ১৬ ও ১৯ বছর। আর অপরাধস্থলের কাছাকাছি থেকে আটক তৃতীয় সুইডিশ নাগরিককে মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে কোপেনহেগেন পুলিশ জানিয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরায়েল ও গাজা যুদ্ধ এক বছরে আরো বিস্তৃত হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে

গাজায় নিহতের সংখ্যা ৪১৮৭০

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলে হামাসের হামলা এবং এর জের ধরে গাজা যুদ্ধ শুরুর এক বছর পূর্ণ হলো। বছর শেষে সেই যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে আর যুদ্ধ আরো বিস্তৃত হয়েছে। সংঘাতের এই এক বছরে প্রায় ৪২ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশই নারী এবং শিশু। এদিকে ইসরায়েলি বাহিনী জানিয়েছে, তারা গাজা উপত্যকায় হামাসের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে। একই সঙ্গে গত বছর হামাসের হামলায় নিহত ইসরায়েলিদের স্মরণে শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

গাজায় ভয়াবহ যুদ্ধ

গত বছর ডিসেম্বরে গাজায় স্থল অভিযান শুরু করে ইসরায়েল। গাজায় হামাসের ব্যবহৃত ৮০০টির মত 'সন্ত্রাসী টানেল' পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছিলো ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্স বা আইডিএফ। এর মধ্যে ৫০০টি ধ্বংস করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে তারা।

আর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বিভিন্ন 'সন্ত্রাসী লক্ষ্যবস্তুতে' প্রায় দশ হাজারের মত বিমান হামলা চালানো হয়েছে বলেও জানিয়েছে আইডিএফ। এই যুদ্ধ গাজাকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করায় তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে ইসরায়েলকে।

হামাস ও হিজবুল্লাহ নেতা নিহত

ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামাসের প্রধান ইসমাইল হানিয়ে ইসরায়েলি হামলায় 'নিহত' হওয়ার কথা সংগঠনটি জানায় ৩১শে জুলাই। ইরানের রাজধানী তেহরানে তার বাসস্থানে জায়নবাদী গুপ্ত হামলায় এ ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে তারা। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার পর তাকে হত্যা করা হয়।

ইসমাইল আবদেল সালাম হানিয়ে, যার ডাক নাম আবু আল-আবদ, জন্মেছিলেন ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবিরে। তিনি হামাস আন্দোলনের রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান এবং ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ সরকারের দশম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। অন্যদিকে শেখ হাসান নাসরাল্লাহ হলেন একজন শিয়া ধর্মপ্রচারক, যিনি ১৯৯২ সাল থেকে লেবাননের ইরানপন্থী শিয়া সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ'র প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২৩ মি.

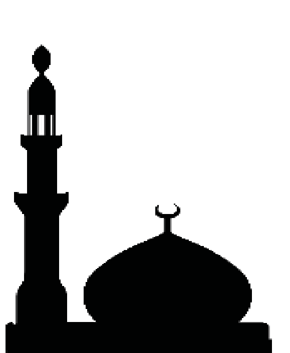

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১০	৫.৩০
যোহর	১১.২৯	
আসর	৩.৩৯	
মাগরিব	৫.২৩	
এশা	৬.৩২	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৭	

শুক্রবার পুতিন ও পেজেশকিয়ানের বৈঠক

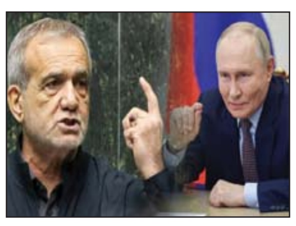

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শুক্রবার ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে বৈঠক করবেন। তুর্কমেনিস্তানে একটি ফোরামে যোগ দেওয়ার সময় দুই নেতার বৈঠকটি হবে। পুতিনের এক জ্যেষ্ঠ সহকারী সোমবার এ তথ্য জানিয়েছেন।

পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক পুতিনের সহকারী ইউরি উশাকভ এদিন সাংবাদিকদের জানান, পুতিন ও মাসুদ তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী আশগাবাতে এক তুর্কমেন কবির স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সময় বৈঠক করবেন।

লেবাননে ২৪ ঘণ্টায় ১৫০ নিশানায় ইসরায়েলের হামলা

আপনজন ডেস্ক: লেবাননে স্থল অভিযান শুরুর পর গত ২৪ ঘন্টায় লেবাননের ১৫০ স্থাপনায় হামলা করেছে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)। রোববার সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েলের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এছাড়া আইডিএফ হিজবুল্লাহর শক্ত ঘাঁটি দাহিয়েহের বেশ কয়েকটি ভবনের কাছাকাছি বেসামরিক লোকদের সরিয়ে নেয়ার জন্য আদেশ জারি করেছে। এ এলাকাটি লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত। সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৯৮ এবং ৩৬ ডিভিশনের সঙ্গে সেনারা অভিযান চালিয়ে অস্ত্রাগার টানেল ও হিজবুল্লাহর অন্যান্য স্থাপনা ধ্বংস করে দিয়েছে। লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে এ হামলা চালানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ দিন হিজবুল্লাহর সেনাদের সঙ্গে ইসরায়েলি বাহিনীর সংঘর্ষ হয়েছে। এছাড়া তাদের ও তাদের স্থাপনাকে লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালানো হয়েছে। এদিকে বিবিসির এক বিশ্লেষনে বলা হয়েছে, সর্বাত্মক যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে মধ্যপ্রাচ্য। গত এক বছরে বিশ্বে অনেক বিপদের মুহূর্ত এসেছে। তবে এবারেরটি সব চেয়ে ভয়াবহ। গত সাত দিনের মধ্যে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর নেতা হাসান নাসরুল্লাহ নিহত হয়েছেন। লেবাননে স্থল হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল। ইরান প্রায় ২০০ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করেছে ইসরায়েলে। তেহরানে পাল্টা হামলা চালানোর ঘোষণা দিয়েছে তেল আবিব।

কুদস ফোর্সের প্রধান বেঁচে আছেন, জানাল ইরান

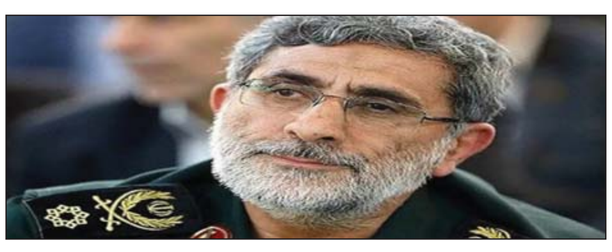

আপনজন ডেস্ক: শোনা যাচ্ছিল বৈরুতে নিখোঁজ হয়েছেন ইরানের বিপ্লবী গার্ড কোরের অভিজাত শাখা কুদস ফোর্সের প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইসমাইল কানি। বলা হয় বৈরুতে ইসরায়েলি হামলার পর থেকেই নাকি তিনি নিখোঁজ ছিলেন। তবে এই ঘটনায় শেষ পর্যন্ত মুখ খুলেছে ইরান। দেশটি জানিয়েছে, তিনি সুস্থ আছেন। নিয়মিত কাজ করছেন। ইসমাইল কানির সহযোগী ইরাজ মাসজেদিকে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমকে বলেছেন, 'কানি তার কার্যক্রম চালাচ্ছেন। কেউ কেউ আমাদের একটি বিবৃতি জারি করতে বলেছেন। এর কোনো প্রয়োজন নেই।' কুদস বাহিনী ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড কোরের অংশ। ইরানের হয়ে বাহিনীটি হিজবুল্লাহসহ তেহরানপন্থী প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সঙ্গে সমন্বয় করে। ২০২০ সালে এক মার্কিন হামলায় জেনারেল কাসেম সোলেইমানি নিহত হওয়ার পর কুদস ফোর্সের প্রধান পদে ইসমাইল কানিকে নিয়োগ দেয়া হয়। এর আগে ইসমাইল কানি কাসেম সোলেমানির সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

এ বছরও মন্দার আশঙ্কা করছে জার্মানি

আপনজন ডেস্ক: জার্মানির অন্যতম দৈনিক স্যুড ডয়চে সাইটুং রবিবার জানিয়েছে, ২০২৪ সালে টানা দ্বিতীয় বছরের মতো মন্দার আশঙ্কা করছে জার্মান সরকার। দেশটির অর্থনীতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় বুধবার পূর্বাভাস কমানোর ঘোষণা দেবে বলেও জানিয়েছে পত্রিকাটি।

২০২৪ সালে ০.৩ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির আশা করেছিল জার্মানি। তবে এর পরিবর্তে অর্থনীতি ০.২ শতাংশ সংকুচিত হবে বলে এখন মনে করছে সরকার।

বুধবার এই তথ্য প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছে পত্রিকাটি।

রপ্তানি ও কারখানা আদেশ কমে যাওয়া এবং জ্বালানির উচ্চমূল্য এর কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

জার্মানির পরিসংখ্যান অফিস ডেস্টাটিস সোমবার জানিয়েছে, আগস্ট মাসে ফ্যাক্টরি অর্ডার বা কারখানা আদেশ কমেছে ৫.৮ শতাংশ। তবে জার্মান সরকার ২০২৫ সালে ১.১ শতাংশ ও ২০২৬ সালে ১.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি আশা করছে বলে জানিয়েছে পত্রিকাটি। সরকারের প্রস্তাব করা 'প্রবৃদ্ধি উদ্যোগ' কর্মসূচি এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে বলে স্যুড ডয়চে সাইটুংকে জানিয়েছেন অর্থনীতিবিষয়ক মন্ত্রী রবার্ট হাবেক। এসব কর্মসূচির মধ্যে আছে কর ছাড়, শিল্প খাতের জন্য জ্বালানি মূল্যে ছাড়, লাল ফিতার দৌরাত্ম্য কমানো, বয়স্ক ব্যক্তিদের কাজ চালিয়ে যেতে প্রণোদনা দেওয়া, বিদেশি কর্মী আকর্ষণ করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ২৭৪ সংখ্যা, ২২ আশ্বিন ১৪৩১, ৪ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

দেশ পরিচালকদের উচিত

পৃথিবীতে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা আদর্শ ও মতবাদ রহিয়াছে। গণতন্ত্রসহ যেই কোনো তন্ত্রমন্ত্রের কথাই বলি না কেন, দেশের জনগণকে সুখী করাই হইল তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই সমাজে বিভিন্ন পথ ও মত থাকিবে; কিন্তু যাহারা রাষ্ট্র পরিচালনায় অধিষ্ঠিত থাকিবেন, তাহাদের দায়িত্ব হইল জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া কিংবা দেশে যথাসম্ভব শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখিয়া সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা।
আমরা যদি যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপ্রক্রিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই- যুক্তরাষ্ট্র গঠনের মূল স্পিরিট হইল ঐক্য।
গত দুই শতাব্দী ধরিয়া নানা বৈচিত্র্য ও অনৈক্য অতিক্রম করিয়া অভিবাসীদের এই দেশটি এমন একটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে, যাহা দেশটিকে পৃথিবীর সবচাইতে প্রভাবশালী ও উন্নত দেশে পরিণত করিয়াছে। ইহার মূলে রহিয়াছে ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকৃতি-যাহা ম্যাগনা কার্টা, হ্যাবিয়াস কর্পাস আইন, বিল অব রাইটস, ইংল্যান্ডের কমন ল প্রভৃতির মতো কতিপয় আইনকানুন দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহা ছাড়া দেশটির অমূল্য সম্পদ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে দেওয়া হইয়াছে সাম্যনীতি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, প্রাকৃতিক সম্পদ, সামাজিক চুক্তি এবং অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিদ্রোহের অবিসংবাদী অধিকার।
এই অধিকারগুলিকে সুনিশ্চিত করার জন্যই মূলত শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইয়া থাকে। যখনই কোনো শাসক বা শাসনযন্ত্র এই সকল অধিকার বা উদ্দেশ্যপরিপন্থি হইয়া উঠে, তখনই জনগণের সেই শাসনযন্ত্রটিকে পরিবর্তন বা উচ্ছেদ করিয়া তৎস্থলে তাহাদের উপযোগী একটি নূতন শাসনব্যবস্থা স্থাপনের অধিকার জন্মে। যাহার নৈতিক ভিত্তি হইল জনগণের সুখ ও নিরাপত্তা বিধান করা। মোটকথা, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান জনগণের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ইহাকে এতটাই গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে যে, ইহাকে রক্ষা করিতে যুক্তরাষ্ট্রের ‘ডিউ প্রসেস অব ল’ নীতি ঘোষিত হইয়াছে; অর্থাৎ, যে আইনই হউক না কেন, যদি সুপ্রিম কোর্ট মনে করে যে, ঐ আইন সাম্য, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার-পরিপন্থি, তাহা হইলে সেই আইন সুপ্রিম কোর্ট অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে।
ঐক্যবদ্ধ ও কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনের ইহাই মূলমন্ত্র, যাহার ভিত্তি হইল বৈচিত্র্য ও বহুত্ববাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ।
একজন দক্ষ দেশপরিচালকের উচিত, নাগরিকদের সাধারণ সাদৃশ্য ও স্বার্থগুলি খুঁজিয়া বাহির করিয়া জনগণের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশকে বিভেদ-বিসংবাদ ও হানাহানির হাত হইতে রক্ষা করা; তাহাদের মৌলিক অধিকারগুলির প্রতি যত্নবান হওয়া।
লিবারটি বা ব্যক্তিস্বাধীনতা, ফ্রিডম অব স্পিচ বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ফ্রি মুভমেন্ট বা দেশবিদেশে চলাফেরার স্বাধীনতা, ফ্রিডম ফ্রম ফেয়ার অ্যান্ড প্রভারটি তথা ভয় ও দারিদ্র্য হইতে মুক্তি, ভোটের অধিকার ইত্যাদি নিশ্চিত করা।
অতএব, আমাদের বলিবার বিষয় এই যে, অন্যায়, অনিয়ম ও লুটপাট ইত্যাদি সকল দেশ ও সকল ব্যবস্থায়ই রহিয়াছে কম আর বেশি; কিন্তু কোনো দেশে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় নহে, যাহাতে উত্তর কোরিয়ার মতো এক দেশ এক নেতার প্রাদুর্ভাব ঘটে। কীভাবে সকলকে ঐক্যবদ্ধ রাখিয়া দীর্ঘমেয়াদি শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের অধিকতর সুখ ও সমৃদ্ধি আনয়ন করা যায়, সেদিকেই আমাদের অধিক মনোনিবেশ করা প্রয়োজন।
কারণ তাহারা এমন এক পরিবেশ চাহেন, যাহাতে তাহারা নির্ভয়ে ও নিরাপদে পরিবার-পরিজন লইয়া বসবাস করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত কেবল শাসকের পরিবর্তন হইবে মাত্র, শাসিতের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হইবে না।

এই তাণ্ডবনৃত্য ইসরায়েল-ইরান দুই পক্ষের জন্য বিপজ্জনক

ইরান ও ইসরায়েল দীর্ঘদিন ধরে একটি উত্তেজনাকর অবস্থায় রয়েছে। তাদের মধ্যে একটি শীতল যুদ্ধ চলছে এবং তা ক্রমাগত উত্তপ্ত হওয়ার ঝুঁকিতে আছে। জাতীয়তাবাদকে অপমান করে ইরানের ধর্মীয় শাসকগোষ্ঠী একটি বিশেষ ধরনের ইসলামকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আসছে এবং তারা তাদের ইমানি মিশনকে অংশত ইসরায়েলের ধ্বংসের প্রয়োজনীয়তা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে। লিখেছেন **আব্বাস মিলানি...**

ইরান ও ইসরায়েল দীর্ঘদিন ধরে একটি উত্তেজনাকর অবস্থায় রয়েছে। তাদের মধ্যে একটি শীতল যুদ্ধ চলছে এবং তা ক্রমাগত উত্তপ্ত হওয়ার ঝুঁকিতে আছে। জাতীয়তাবাদকে অপমান করে ইরানের ধর্মীয় শাসকগোষ্ঠী একটি বিশেষ ধরনের ইসলামকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আসছে এবং তারা তাদের ইমানি মিশনকে অংশত ইসরায়েলের ধ্বংসের প্রয়োজনীয়তা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে।
এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইরান গাজা ও লেবানন থেকে শুরু করে সিরিয়া ও ইয়েমেন পর্যন্ত পুরো অঞ্চলে তাদের পোষ্য শক্তি তৈরি করেছে এবং তাদের অস্ত্র সরবরাহ করেছে। তবে সাম্প্রতিক মাসগুলোয় এই প্রক্সি যুদ্ধ ও গোপন অপারেশনগুলো ছাপিয়ে একটি সরাসরি সর্বাত্মক যুদ্ধের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। দুই পক্ষই এই সংঘাতময় মুহূর্তের বিপদের কথা জানে। তারপরও ইরানি শাসকগোষ্ঠী নিজের সম্মান রক্ষার ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তৎপর। অন্যদিকে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে শত্রুর দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে আঘাত হানতে আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে।
হামাসের ৭ অক্টোবরের সন্ত্রাসী হামলাটি ইসরায়েলের জন্য একটি বেদনাদায়ক মোচড় ছিল। ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি হামাসের সফল অভিযানকে ‘ইহুদিবাদী চক্রের’ আসন্ন পতনের প্রতীক হিসেবে প্রশংসা করেছেন। দেশটির অন্য ধর্মীয় নেতারা এটিকে দ্বাদশ ইমামের আগমনের পূর্বাভাস হিসেবে ঘোষণা করেছেন, যা কিনা মুসলমানদের বিশ্বাসমতে ইসলামের বিশ্বজয় বয়ে আনবে।
অসহায় বেসামরিক নাগরিকদের ওপর ইসরায়েলের চলমান নৃশংস আক্রমণ তাদের দীর্ঘদিনের অমরত্বের ধারণাকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছে এবং গাজায় ইসরায়েলের বছরব্যাপী অভিযান ইরানি শাসকদের জন্য একটি প্রোপাগান্ডার খনি হয়ে উঠেছে। ইরানের শাসক ধর্মীয় নেতারা সর্বাত্মক যুদ্ধ চান না। বিশেষ করে হিজবুল্লাহ ও হামাসের মতো তাদের পোষ্য শক্তিগুলো ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়ার পর তাঁরা সর্বাত্মক যুদ্ধের ধারণা থেকে সরে আছেন।
ইরানের প্রভাব বাড়াতে ও তাদের অধিকাংশ সন্ত্রাসী কার্যক্রম সংগঠিত করতে ইরানের আল কুদস নামের যে সংগঠন বড় ভূমিকা রেখেছে, ২০২০ সালে কাসেম সোলাইমানিকে যুক্তরাষ্ট্রের হত্যা করাটা সেই আল কুদস ফোর্সের জন্য একটি বিধ্বংসী আঘাত ছিল। কাসেম সোলাইমানি হত্যার পর থেকে ইরান দেখেছে, কীভাবে ইসরায়েল আরও ইরানি কর্মকর্তাদের, হামাসের শীর্ষ নেতাদের এবং হিজবুল্লাহর নেতাদের হত্যা করেছে।
এই আঘাতগুলো (যেগুলো অনেক সময় সাহসী গুপ্তচরবৃত্তি ও কিলিং মিশনের মাধ্যমে ঘটেছে) দেখিয়েছে, ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ ইরান ও তার প্রক্সি শক্তিগুলোর মধ্যে কতটা প্রবেশ করেছে। ইরান যে ‘প্রতিরোধের অক্ষ’ তৈরি করতে কয়েক দশক সময় ও কোটি কোটি ডলার ব্যয় করেছে, তা এখন ইসরায়েলের অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। এটি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইরানের শক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতাকে খর্ব করছে।
এই প্রেক্ষাপটে ইরানের শাসক তথা ধর্মীয় নেতারা কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছেন। দীর্ঘদিনের আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা এবং শাসকদের নিজেদের দুর্নীতি ইরানের অর্থনীতির ওপর প্রভাব ফেলেছে। এর ফলে ব্যাপক অসন্তোষ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। প্রায়ই নারীদের নেতৃত্বে সাধারণ ইরানিরা সাহসিকতার সঙ্গে সমতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং দেশের প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ জীবনযাত্রার দাবিতে সোচ্চার হচ্ছে।
ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া ইরানের শাসনকে আরও অস্থিতিশীল করবে, এমনকি সেটি সরকারের পতনও ঘটাতে পারে। শাসকেরা দেশের ভেতরকার ‘অস্থির মনকে’ ভুলিয়ে রাখতে ‘বাইরের সংঘাতে’ বেশি মনোযোগ দেন বলে যদিও শেক্‌সপিয়ারের একটি পর্যবেক্ষণ আছে; কিন্তু ইরানের ধর্মীয় নেতাদের পক্ষে শেক্‌সপিয়ারের সেই পর্যবেক্ষণ পুরোপুরি মানা সম্ভব নয়। কারণ, তাঁরা জানেন, দেশের ভেতরকার জনগণ এমনিতেই গভীরভাবে অসন্তুষ্ট হয়ে আছে।

পশ্চিমের এখনই ইরান নিয়ে একটি কৌশল নির্ধারণ প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা দীর্ঘদিন ধরে প্রতিটি উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ায় কৌশলগত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কিন্তু একমাত্র প্রকৃত সমাধান হলো একটি গণতান্ত্রিক ইরান।

এ অবস্থায় তাদের বাইরের অন্য একটি সহিংস অভিযানের কারণে সৃষ্ট কষ্ট সহ্য করতে বাধ্য হতে হলে তারা বিদ্রোহ করে বসতে পারে। তা ছাড়া ইরান যেসব পোষ্য শক্তিকে ইসরায়েল, মার্কিন বাহিনী ও অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির (যেমন সৌদি আরব) বিরুদ্ধে ব্যবহার করে, সেগুলোকে কখনো কখনো ঘরোয়া বিক্ষোভ দমন করতেও ব্যবহার করা হয়েছে। এসব প্রক্সি নেটওয়ার্ক দুর্বল হয়ে যাওয়ায় ইরানের ধর্মীয় নেতারা দ্বিগুণ দুর্বলতা বোধ করবেন। এর ফলে তাঁরা আঞ্চলিক শত্রু ও ঘরোয়া বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য মরিয়া হয়ে উঠবেন। তবে তাঁদের সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিতে হবে। ইরানের সাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইসরায়েলকে ঠেকানোর তাণ্ডবনৃত্যের অংশ ছিল। হামলার পরপরই ইরানের শাসকেরা ঘোষণা করেছেন, তাঁদের ‘প্রতিশোধ’ অভিযান সম্পন্ন হয়েছে। এতে বোঝা যায়, তাঁরা অধিকতর উত্তেজনা এড়াতে চান।
ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে তা অবশ্যম্ভাবীভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে টেনে আনবে। ইরান জানে, তারা এমন একটি সম্মিলিত সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না।
নেতানিয়াহুও গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন। দীর্ঘস্থায়ী যেকোনো সংঘাত ইসরায়েলের শক্তি ও সম্পদকে টেনে নামাবে এবং সম্ভবত ব্যাপক হতাহতের কারণ হবে। এমন একটি ব্যয়বহুল যুদ্ধের কারণে ইতিমধ্যেই ইসরায়েল গভীরভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এটি সরকারের ওপর কী প্রভাব ফেলবে, তা এখনই অনুমান করা কঠিন।
ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র ইসরায়েলের স্বার্থ হাসিলের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে হবে—এ ভায্যের ওপর ভিত্তি করে নেতানিয়াহু তাঁর রাজনৈতিক ধারা তৈরি করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি ইরানকে জড়িয়ে এমন একটি পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে পারেন, যাকে তিনি সবচেয়ে বেশি ভয় পান।
পরিস্থিতি এখন এতটাই জটিল যে মনে হচ্ছে, ইসরায়েল আক্রমণের মাত্রা বাড়ালে ইরান আরও বেশি মরিয়া হয়ে নিজেদের একটি পারমাণবিক অস্ত্রসমৃদ্ধ রাষ্ট্র ঘোষণা করে বসতে পারে। ইরান সে ধরনের ঘোষণা দিলে তা আরও বিপজ্জনক যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে।
খামেনি সব সময়ই ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির প্রধান স্থপতি ছিলেন এবং পশ্চিমারা দীর্ঘদিন ধরে এই বিভ্রমে রয়েছে যে ছাড় ও আপসের প্রতিশ্রুতি ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্রসম্পন্ন রাষ্ট্রের খাতায় নাম লেখানো থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে।
ইরান দাবি করে আসছে, খামেনি ফতোয়া দিয়েছেন, ইরান সরকার গণবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরি করতে পারবে না, তবে তারা শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক কর্মসূচি চালিয়ে যাবে। সরকারের দিক থেকে দাবি করা হয়, তারা খামেনির এই ফতোয়া অনুসরণে বাধ্য।
তবে ইরানের যে নেতারা এত দিন বারবার এ কথা বলে এসেছেন, তাঁরা এখন বলছেন, পারমাণবিক বোমা বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই তাঁদের হাতে এখন রয়েছে।
এই দৃশ্যপট যে বিশাল ঝুঁকি তৈরি করছে, তা স্পষ্ট। ইরানের দ্রুত বোমা তৈরির চেষ্টা প্রায় নিশ্চিতভাবেই ইসরায়েল ও সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রকে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় আগাম হামলা চালাতে প্ররোচিত করবে এবং সেটি প্রায় নিশ্চিতভাবে একটি বিস্তৃত সংঘাতের সৃষ্টি করবে।
সে ধরনের পরিস্থিতি ইরানের প্রক্সি গোষ্ঠীগুলোকে মার্কিন ঘাঁটি, সৌদি তেলের স্থাপনা, আন্তর্জাতিক নৌপথে চলাচলকারী জাহাজ এবং অন্যান্য লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার জন্য লেলিয়ে দেওয়া হতে পারে। এর ফলে বিভিন্ন অঞ্চল ও বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য ধ্বংসাত্মক পরিণতি নেমে আসবে।
ইসরায়েল ও ইরান উভয়েই একটি সংকটময় অবস্থায় রয়েছে।
হামাসের আক্রমণের পর ইসরায়েল তার অমরত্বের মিথকে পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করছে। অন্যদিকে ইরান তার পোষ্য শক্তিগুলোর ক্ষতির মুখে আঞ্চলিক প্রভাব বজায় রাখার জন্য লড়াই করছে। উভয় পক্ষই ভালোভাবে জানে, একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ বিপর্যয়কর হবে। তারপরও কেউই পুরোপুরি পিছু হটার অবস্থায় নেই। পশ্চিমের এখনই ইরান নিয়ে একটি কৌশল নির্ধারণ প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা দীর্ঘদিন ধরে প্রতিটি উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ায় কৌশলগত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কিন্তু একমাত্র প্রকৃত সমাধান হলো একটি গণতান্ত্রিক ইরান।
না ইসরায়েল, না মার্কিন সামরিক বাহিনী ইরানে গণতন্ত্র ফেরাতে পারবে। ইরানের জনগণই তা করতে পারবে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোয় এ বিষয়ে তারা ক্রমবর্ধমানভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞও হয়েছে।
এখনকার পরিস্থিতিতে বাকি বিশ্বকে ইরানের শাসকদের অগ্রহণযোগ্য আচরণের মুখোমুখি হতে হবে এবং তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। পাশাপাশি ইরানের মানুষের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করার জন্য যা করা সম্ভব, তা করতে হবে।

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট থেকে অনুবাদ।

আব্বাস মিলানি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইরানি স্টাডিজ প্রোগ্রামের পরিচালক এবং হুভার ইনস্টিটিউশনের একজন গবেষণা সহকর্মী।

ইউরোপের নেতারা কেন যুদ্ধ চান

সান্তিয়াগো জাবালা ও ক্লদিও গ্যালো

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ ও ক্ষোভ বেশ কিছুদিন ধরেই বাড়ছে। সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। আর তাঁদের নেতারা চাইছেন যুদ্ধ দিয়ে সংকটের মোকাবিলা করতে। এর সংকট আসলে একটা নয়, একাধিক। আর সেগুলো কমার বদলে ক্রমে গভীর হচ্ছে। জীবনযাত্রার সংকট, বাসস্থান সংকট, অভিবাসন সংকট। অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি মন্থর হয়ে পড়েছে।
আর সর্বোপরি আছে রাজনৈতিক সংকট। দেশে দেশে কট্টর ডানপন্থীদের উত্থান ঘটছে। তাঁরা ভোটে জনগণের কাছ থেকে ম্যান্ডেট পাচ্ছেন। ইউনিয়নের ঐক্যের বোধ আর উদারনৈতিক মূল্যবোধই এখন হুমকির মুখে। মাত্র কয়েক দিন আগে, অস্ট্রিয়ার নির্বাচনে ৩০ শতাংশ ভোট পেয়ে অতি ডানপন্থী ফ্রিডম পার্টি জিতেছে। যদিও তারা হয়তো অস্ট্রিয়ায় সরকার গঠনের প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়তে পারে। তবে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশেও ডানপন্থীদের উত্থান ঘটেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি দেশের মধ্যে ৯টিতে ডানপন্থীরা ক্ষমতায় আছে বা অচিরেই আসবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জটি সম্ভবত প্রতিবেশী ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধ। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ত্রের প্রবাহ অব্যাহত।
এই যুদ্ধ যে শিগগির থামবে, তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আর এদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের কালো ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। ঘটছে একের পর আরেক মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এই ক্রমবর্ধমান পাহাড়প্রমাণ সংকটের প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া কী?
আশ্চর্যের কিছু নেই যে তাঁরা সংকটে যে সাড়া দিচ্ছেন, তা সমস্যার মূল কারণগুলোকে মোকাবিলা করার ধারেকাছেও যায়নি। তাঁরা খুব আনন্দের সঙ্গে যেসব ধ্বংসাত্মক নব্য উদারবাদী নীতিগুলো গ্রহণ করেছেন, সেগুলো জন্ম দিয়েছে অসংখ্য বিষফোড়া। তাঁরা এখন এই সংকট থেকে পার পাওয়ার জন্য যুদ্ধবাজির আশ্রয় নিতে চাইছেন। হয়তো আশা করছেন যে যুদ্ধের উত্তেজনায় মানুষ তাদের হতাশা আর ক্ষোভ ভুলে থাকবে।
গত দুই বছরে বারবার শোনা গেছে যে ইউরোপের নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি রাশিয়া। আর এর সমাধান হচ্ছে ইউক্রেনে রাশিয়াকে পরাজিত করা।

ইউরোপীয় অস্ত্র ইউক্রেনে প্রবাহিত হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো ধীরে ধীরে আরও মারাত্মক, আরও ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বানানোর আওতা বাড়াচ্ছে। এখন বলা হচ্ছে যে ইউক্রেনকে রাশিয়ার ভূখণ্ডে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার জন্য দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে। এই কথা জোর দিয়ে বলছেন ইইউর বিদায়ী পররাষ্ট্র প্রধান জোসেপ বোরেলসহ ইউরোপীয় নেতারা।
গত ১৯ সেপ্টেম্বর, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ইউক্রেনে ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহকারী দেশগুলোকে রাশিয়ার লক্ষ্যবস্তুতে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রস্তাব পাস করেছে। এ ধরনের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রাশিয়া বারবার সতর্ক করেছে। এমনকি সম্প্রতি রাশিয়া কোন ক্ষেত্রে তার পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে, সেই নীতিমালাও বদলেছে।
ইউক্রেনে অস্ত্র সরবরাহ বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে শুধু তা-ই নয়, একই সঙ্গে তারা তাদের জনগণকে বলছে যে অস্ত্রের জন্য আরও বেশি ব্যয় করতে দেশগুলোকে প্রস্তুত হওয়া দরকার। কারণ, অস্ত্র সরবরাহ করতে করতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। আন্দ্রিয়াস কুবিলিয়াস ইইউর প্রতিরক্ষা কমিশনার হিসেবে মনোনয়ন প্রার্থী। ‘রাশিয়ার হুমকি’ মোকাবিলার জন্য এই নতুন পদ তৈরি করা হয়েছে। আন্দ্রিয়াস মনে করেন যে মস্কোকে প্রতিহত করার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিজেই ‘যুদ্ধ-অস্ত্রের ভান্ডার’ হয়ে ওঠা উচিত।
যুদ্ধ অর্থনীতির মন্ত্র খুব জোরেশোরে প্রচার করা হচ্ছে। ইউরোপীয়দের বিশ্বাস করানোর জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে যে সামরিক খাতের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় অর্থনীতিকে চাঙা করা সম্ভব। সেপ্টেম্বরে, ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংকের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং

যুদ্ধ অর্থনীতির মন্ত্র খুব জোরেশোরে প্রচার করা হচ্ছে। ইউরোপীয়দের বিশ্বাস করানোর জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে যে সামরিক খাতের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় অর্থনীতিকে চাঙা করা সম্ভব। সেপ্টেম্বরে, ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংকের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং সাবেক ইতালীয় প্রধানমন্ত্রী, উদারপন্থী অর্থনীতিবিদ মারিও দ্রাঘি বহুল প্রতীক্ষিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। প্রতিবেদনের বিষয় ইউরোপীয় দক্ষতার ভবিষ্যৎ।

সাবেক ইতালীয় প্রধানমন্ত্রী, উদারপন্থী অর্থনীতিবিদ মারিও দ্রাঘি বহুল প্রতীক্ষিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। প্রতিবেদনের বিষয় ইউরোপীয় দক্ষতার ভবিষ্যৎ। প্রতিবেদনে ইউনিয়নের আরও গভীর অর্থনৈতিক একীকরণ করার কথা বলা হয়েছে। অনেকে এর প্রশংসা করেছেন। ইউরোপীয় নেতারা বোধ হয় লাতিন প্রবাদটি খুব পছন্দ করেন, ‘যদি শান্তি চান, তাহলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন’। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে এই প্রবাদ কাজে লাগাতে গেলে সমস্যা আছে। আর তা হলো পারমাণবিক অস্ত্র। একবার সেই অস্ত্রের বোতামে হাত পড়লে মানবসভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।
যুদ্ধ, যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং যুদ্ধের জন্য অস্ত্র তৈরির বিষয়ে এসব কথা খুব কার্যকরভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনেক সংকট আর সংকটের মূল থেকে দূরে সরাতে পারছে। মুখে মানবাধিকার, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও ন্যায্যতার কথা বলে ইইউ মূলত একটি নিও লিবারেল প্রতিষ্ঠান। তারা ধনীদের আরও ধনী হওয়ার অধিকার নিয়েই বেশি ব্যস্ত। সাধারণ নাগরিকদের স্বাস্থ্য ও বিকাশ ইইউর উদ্বেগের বিষয় নয়। এ কারণে ইউরোপজুড়ে কল্যাণরাষ্ট্র পিছু হটছে।

সান্তিয়াগো জাবালা, দর্শনের অধ্যাপক, ফ্যাবরা বিশ্ববিদ্যালয়, স্পেন
ক্লদিও গ্যালো, লা স্ট্যাম্পা পত্রিকার সাবেক বৈদেশিক ডেস্কের সম্পাদক এবং লন্ডন সংবাদদাতা

প্রথম নজর

বন্যাত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া শিশুদের জন্য বিশেষভাবে পাঠদান

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বন্যাত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া পরিবারের ছোটোছোটো ছেলেমেয়েদের পঠন-পাঠন জারি রাখতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন মানিকচক চক্রের বেশ কয়েকজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তারা বন্যাত্রাণ শিবিরে গিয়ে গত কয়েক দিন ধরে ধারাবাহিকভাবে পাঠদান করছেন খুদে পড়ুয়াদের। সোমবার এমনটাই ছবি নজরে এল মালদার মানিকচক ব্লকের মথুরাপুর বিএসএস হাইস্কুলের বন্যাত্রাণ শিবিরে। দেখা গেল কয়েকজন শিক্ষক মিলে বেশকিছু ছোটোছোটো ছেলেমেয়েকে প্রাথমিক শিক্ষার নানান বিষয়ের পাঠদান করছেন।

পাঠদানে যুক্ত এক শিক্ষক জানালেন, গত মাস দুয়েক ধরে বন্যার জলে ভাসছছে গোটা ভূতনী এলাকা। তাই সেই সমস্ত এলাকার অসহায় মানুষজনেরা মথুরাপুরের বিভিন্ন। স্কুলের ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন।

তাই শিবিরে থাকা পরিবারের ছেলেমেয়েদের পঠন-পাঠন জারি রাখতে তারা এগিয়ে এসেছেন। খুদে পড়ুয়াদের পাঠদান করছেন। শিক্ষক হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছেন।

গঙ্গা ভাঙনের আতঙ্কে চরম ত্রস্ত উত্তর চাচণ্ড গ্রামের বাসিন্দারা

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ভাঙ্গনের আতঙ্কে ত্রস্ত মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের উত্তর চাচন্ড গ্রামের বাসিন্দারা। আবারও সামশেরগঞ্জের উত্তর চাচণ্ডগ্রামে ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙন। রবিবার রাত এগারোটা থেকে ভাঙ্গন শুরু হয়। স্থানীয় সূত্রে জানাযায় ইতিমধ্যেই ভাঙনের গর্ভে তলিয়ে যায় তিনটি বাড়ি, শৌচালয়, বহু গাছপালা, ফাঁকা জমি। এমনকি এখনো অনেক বাড়ি নদী গর্ভে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে যে কোনো সময় নদীতে তলিয়ে যেতে পারে সে সব বাড়ি। এদিন আতঙ্কে ঘুম বন্ধ হয়ে যায় প্রায় দুই শতাধিক পরিবারের। বাড়ি ঘরের আসবাবপত্র রাতেই টানাটানির কাজ শুরু করেন এলাকাবাসী। গভীর রাত পর্যন্ত চলে ভয়ানক গঙ্গা ভাঙন। ভাঙনের গর্ভে একের পর এক বাড়িঘর তলিয়ে যেতেই কার্যত কান্নায় ভেঙে পড়েন বাড়ির মালিকরা। ভাঙনের আতঙ্কে নদী পাড় থেকে বাড়ি ভেঙে অন্যত্র চলে যাচ্ছে।

এলাকাজুড়েও কার্যত কান্নার রোল পড়ে যায়। বাড়িঘর হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে কার্যত অসহায় হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। অসুস্থ, বয়স্ক বৃদ্ধ, শিশুদের কার্যত হাহাকার সৃষ্টি হয়ে যায়। কোথায় যাবেন, কি করবেন কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারছেন না ভাঙ্গন কবলিত এলাকার বাসিন্দারা। সোমবার সকাল থেকে বাড়ি ঘরের আসবাবপত্র ও বাড়ি ভেঙে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। ভাঙন আতঙ্কের পর এলাকা ছাড়ছেন সাধারণ মানুষ। উত্তর চাঁচণ্ড গ্রামের মত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা ভাঙন ঘিরে গ্রামজুড়ে হাকার উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। গঙ্গাভাঙেন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। গ্রামবাসীদের প্রশ্ন, এভাবে একের পর এক গঙ্গা ভাঙন হয়ে গেলেও কবে মিলবে তার সুরাহা। কবে বন্ধ হবে গঙ্গা ভাঙ্গন। কবে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবেন এলাকাবাসী। বারংবার গঙ্গা ভাঙনের কবলে পড়া মানুষের অসহায়ত্বের চিত্র এবং লাগাতার গঙ্গা ভাঙন নিয়ে ক্ষোভ পরিলক্ষিত হচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

শারদোৎসবের আগে বৃষ্টিতে চরম সমস্যায় বাঁকুড়ার কৃষিজীবিরা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: শারদোৎসবের আগে গত কয়েক দিনের ধারাবাহিক বৃষ্টিতে চরম সমস্যায় বাঁকুড়ার কৃষিজীবি মানুষ। ধার-দেনা করে চাষ করেও উৎপাদিত শাক সব্জী জমিতেই নষ্ট হতে শুরু করেছে। ফলে একদিকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন চাষীরা, অন্যদিকে বাজারে যোগান কম থাকায় শাক সব্জীর দামও অগ্নিমূল্য।

রবিবার সকালে বাঁকুড়া শহরের চক বাজারে গিয়ে দেখা গেল, ফুলকপি ৯০, ঝিঙ্গা ৪০, শশা ৪০, টমেটো ১০০ বেগুন ১০০, বরবটি ১২০, কাঁচা লঙ্কা ২৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

এদিন উৎপাদিত শাক সব্জী নিয়ে বাজারে বিক্রি করতে আসা স্থানীয় সানবাঁধা গ্রামের হারু মণ্ডল, সব্জী চাষ করেই সংসার চলে কিন্তু বৃষ্টিতে সব শেষ করে দিল, এখন দৈনন্দিন সংসার খরচ কি করে চলবে, আর পূজার খরচ কিভাবে চলবে ভেবে পাচ্ছিনা। ফলে চাহিদার তুলনায় যোগান কম থাকায় দাম বেড়েছে। একদিকে উৎপাদন খরচ বেড়েছে, অন্যদিকে কৃষি শ্রমিকের অভাব। এই অবস্থায় সব্জীর এই দাম বাড়ায় তাদের মতো চাষীদের কোন লাভ হয়নি বলেই তিনি দাবি করেন।

একই কথা বলেন বিক্রেতারাও, তাদের কথায়, বৃষ্টিতে সব শাক সব্জী নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে স্বাভাবিক নিয়মে সব ধরণের সব্জীর দাম বেড়েছে বলে তারা জানান।

বাজারে এসে ছ্যাঁকা খাওয়ার অবস্থা মধ্যবিত্তের। তাদের কথায়, দৈনন্দিন সংসার খরচ চালানোই জটিল হয়ে পড়ছে। পূজোর আগে সব্জী বাজারে এসে 'পকেট' খালি হচ্ছে বলে তারা জানান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

এনায়েত নগরে মানবরত্ন সম্মান আজিজুলকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আমতলা

আপনজন: বিষ্ণুপুর থানার হাট তলায় এনায়েত নগর জেড এস শিশু শিক্ষা মিশন ও এ এম লাইট টু ওয়াটডস লাইফ উদ্যোগে বিশ্বশিক্ষা দিবস পালন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। সেই সঙ্গে বিভিন্ন গুণী ব্যক্তিদেরকে মানপত্র প্রদানের মধ্য দিয়ে সম্মান জানানো হয়।

এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার মোহাম্মদ সাবির আলি মোল্লার উদ্যোগে শিক্ষা বিষয়ক সভায় ১৩ জনকে সম্মানিত করা হয়।

বাংলার রেনেসাঁর সম্পাদক সাংবাদিক আজিজুল হককে মানব রত্ন সম্পদ সম্মাননা সম্মানিত করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের উপরে সম্মানিত হন সুচরিত নস্কর, সনজিৎ সরকার, হাজি নুরনবী জমাদার, হাজি আওরঙ্গজেব মল্লিক, শ্রীমতি মায়া নস্কর, হাজি আলতাব হোসেন শেখ, শাহা নেওয়াজ মোল্লা, বেলাল সরকার, সাইদুল ইসলাম মিস্ত্রি, হাবিবুর রহমান সেখ সাহিত্যিক সেখ ইনসুর আলি রাধেশ্যাম ঘোষ প্রমুখ।

শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে দুঃস্থদের বস্ত্রদান

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: আনন্দ ভাগ করলে আনন্দ বাড়ে– এই আপ্ত বাক্যতে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল সোমবারের পড়ন্ত বিকেল। দুর্গা পুজোর প্রাক্কালে, প্রতি বছরের মতো এবারেও শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পক্ষ থেকে একটি বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সোমবার বিকালে কলেজের সভাকক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের সভাপতি ডক্টর মলয় পীট, কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. গৌতম নারায়ন সরকার, কলেজের ডিন ডা. অয়ন গোস্বামী সহ আরো অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কলেজের সভাপতি মলয় পীট বলেন, উৎসব সকলের। আমাদের সহ নাগরিকদের সাথে সেই উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নিতে আমাদের এই প্রয়াস। আমরা সবসময় চেষ্টা করি মানুষের পাশে দাঁড়াতে।

এদিনের অনুষ্ঠানে প্রায় সাড়ে আটশো মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে প্রতিবছরের মধ্যেও এ বছরও মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসের দুর্গা পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। পুজোর চার দিন ঘিরে উৎসবের মেজাজ এখন কলেজ ক্যাম্পাস জুড়ে।

নাবাবিয়া মিশনে সাংসদ মিতালীর হাত দিয়ে দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: নাবাবিয়া মিশন মিশনারি শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যারা সব সময় মানুষের সাথে থাকার চেষ্টা করে। প্রায় ২১ দিন ধরে বন্যা কবলিত মানুষদের খাদ্য সামগ্রী ও ত্রিপল পানীয় জল তুলে দিয়েছে তারা। শিল্পপতি মোস্তাক হোসেন সাহেবের আর্থিক সহযোগিতায় এম এস চ্যারেটেবল ট্রাস্টের মাধ্যমে সোমবার মিশন প্রাঙ্গণ থেকে বস্ত্র উপহার তুলে দেওয়া হয় দুঃস্থদের। উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ লোকসভার সাংসদ মিতালী বাগ, বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রদীপ সিংহ রায় সমাজসেবী শফিকুল আলম প্রমুখ। মিশনের সাধারণ সম্পাদক শেখ শাহিদ আকবার জানান, আমরা দুস্থ ছাত্রদের স্কলারশিপ ও চিকিৎসা এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বস্ত্র, খাদ্য দিয়ে সহযোগিতা করে থাকি। মুস্তাক সাহেব সহ অন্যান্য দয়ালু মানুষের আমাদের সহযোগিতা করে থাকেন। পতাকা ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেডের কর্ণধার জিডি সোসাইটি চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন সাহেবের দানশীলতা আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। সাহিদ আকবর আরো বলেন, আমরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শে আদর্শিত তার বাণী মাথায় রেখে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই সমস্ত কাজ করে থাকি।

মিশনের বহু ছাত্র আজ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার মাস্টার প্রফেসর সহ ভারতবর্ষ সহ বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে যা মিশনের গর্ব। খানাকুল বন্যা কবলিত এলাকা সব সময় সাধ্যমত মানুষের সেবা করে থাকে তাই এই হিন্দু ভাইদের পূজাকে লক্ষ্য রেখে এই দুর্দিনে কিছুটা পাশে থাকার চেষ্টা করলাম সকলের সুস্থতা ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে। এবার রূপনারায়ণ নদে ভাঙ্গনে যে সাতটি বাড়ির নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তাদের হাতে আর্থিক সাহায্য ও বস্ত্র তুলে দেন সাংসদ মিতালী বাগ।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে চুরির বাইক উদ্ধার করল ডোমকল থানার পুলিশ

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: হারানো মোটর সাইকেল চব্বিশ ঘন্টার মধ্য উদ্ধার করলো ডোমকল থানার পুলিশ। সূত্রে জানা যায় গত ৬ তারিখ অর্থাৎ রবিবার ডোমকল পৌরসভার দশ নম্বর ওয়ার্ডের কুঠির মোড় এলাকা থেকে সুজয় কুন্ডু নামে এক ব্যক্তির একটি মোটর সাইকেল চুরি হয়ে যায়।ঘটনার পরে তড়িঘড়ি ডোমকল থানায় এসে চুরি হওয়ায় মোটরসাইকেল উদ্ধারের জন্য লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ডোমকল থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করলে তদন্তের ২৪ ঘন্টার মধ্য মোটর সাইকেল সহ এক জনকে গ্রেফতার করেন পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার হয় চুরি হওয়ায় মোটর বাইক। ঘটনায় ধৃত ব্যক্তিকে আজ সোমবার জেলা আদালতে তোলা হয়।

ডোমকল থানার এই সাফল্য খুশি ডোমকল বাসী পর্যায়ক্রমে প্রায় ১৫০ জন মহিলার হাতে পোশাক দেওয়া হচ্ছে বলে জানান সাদ রহমান। তবে আগামীতে আরো বেশ কিছু মহিলাকে দেওয়ার টার্গেট রয়েছে বলেও জানান তিনি।

সাদ রহমান জানান তার এই কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন নবগ্রাম থানার ওসি ইন্দ্রনীল মাহান্ত। এদিন দুর্গাপূজা উপলক্ষে শুধু হিন্দু মহিলাদেরই নয় আগত মুসলিম মহিলাদেরও তুলে দেওয়া হয় পোশাক। মুসলিম যুবক সাদ রহমানের এমন উদ্যোগে খুশি সকলেই। সাধুবাদ জানাচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

অবৈধ চোলাই সহ ঝাড়খণ্ডের ব্যক্তি গ্রেফতার

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ঝাড়খণ্ডের মুড়াবেড়িয়া সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে চোলাই মদ বীরভূমের লোকপুর খয়রাশোল কাঁকরতোলা রাজনগর থানা এলাকা দিয়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছানোর খবর আগেভাগেই ছিল। সম্প্রতি দুর্গা পুজোর উদ্যোক্তাদের মধ্যেও থানার পক্ষ থেকে মদের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করেন এবং এলাকায় অশান্তি,বিশৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি যেন না হয় তা সকলের দায়িত্ব। তার জন্য সকলকে সতর্ক থাকতেও বলেন। রবিবার লোকপুর থানার ওসি গোপন সূত্রে খবর পান যে ঝাড়খন্ড দিক থেকে মোটরসাইকেলের মধ্যে বস্তা ভর্তি অবৈধ চোলাই মদ পাচারের উদ্দেশ্যে লোকপুর দিয়ে ঢুকছে । রবিবার রাত্রি দশটা নাগাদ স্থানীয় থানার বারাবন জঙ্গল মোড়ে এএসআই অরূপ কুমার দাস সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীদের নিয়ে নাকা চেকিং চলাকালীন ঝাড়খণ্ড দিক দিয়ে এক ব্যক্তি মোটরসাইকেলের পেছনে বস্তায় বাঁধা কিছু নিয়ে পার হওয়ার সময় পুলিশ আটক করে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ৮০ টি পাউচের মধ্যে ১০৪ লিটার অবৈধ চোলাই মদ উদ্ধার করে। অবৈধ চোলাই মদ ও মোটরসাইকেল বাজেয়াপ্ত করে এক ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। ধৃতের পরিচয়ে পুলিশ জানতে পারেন ঝাড়খন্ডের কুন্ডহিত থানার সিঙ্গাপুর গ্রামের বাসিন্দা কেশব মন্ডল। জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারেন যে ঝাড়খন্ড থেকে চোলাই মদ দুবরাজপুর থানার কালীতলা এলাকায় পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল। লোকপুর থানার পক্ষ থেকে ধৃতকে সোমবার দুবরাজপুর আদালতে তোলা হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

আবমার কর্মী সম্মেলনে সম্প্রীতি রক্ষার ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: রবিবার হুগলির চুঁচুড়া তে অলবেঙ্গল মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন এর কর্মিসভা ও সদস্য সংযোজন অভিযান হয়ে গেল। উদ্বোধনী কেরাত পাঠ করেন হাফেজ.মৈজেল হোসেন। মানব সেবায় বড় ধর্ম এই প্রবাদবাক্যকে মাথায় নিয়ে ঊনিশ টি বসন্ত অতিবাহিত হলো।নতুন সদস্য রা আন্তরিক ভাবে সংগঠনের কাজ করবে বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নবাগত তালহা আব্বাসি কে কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সম্পাদকহিসাবে দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। তিনি জানান এরকম একটা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক দলের বাইরে স্বচ্ছ সংগঠনের সদস্য হতে পেরে ভালো লাগছে ও আরো বেশি বেশি মানুষের জন্য কাজ করবো । সুন্দর ভাবে সঞ্চালন করেন সংগঠনের সহ সভাপতি অধ্যাপক আহসান আলী।ঐদিন ওয়াকফ সম্পত্তির বিষয়ে কেন্দ্রের তিব্র বিরোধীতা করেন সাধারণ সম্পাদক নাজিবুল হক মল্লিক। তিনি বলেন ওয়াকফ সম্পত্তি আল্লাহ জন্য এর মালিক অন্য কেউ নন। মুসলিম সম্প্রদায়ের মসজিদ, মাদ্রাসা,মক্তব, দরগাহ,গরিব অসহায় দের প্রয়োজনে লাগবে বলেই পূর্ব পুরুষরা সম্পত্তি ওয়াকফ করে গেছে। তা কোন মতেই এটা সবার জন্য উন্মুক্ত করা যায় না। কেন্দ্রীয় সরকার এটা সংবিধান বিরোধী কাজ করছেন। যেমন দেবোত্তর সম্পত্তি হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত ও তাদের কল্যানের জন্য তা কখনোই সব ধর্মের মানুষের জন্য হতে পারে না। ওয়াকফ সম্পত্তি হস্তগত করে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিতে চাইছে। বাওজুল হোসেন, লেখক হারুন রশিদ সাহেব,সাহিল মল্লিক, রেজাউল খন্দকার, আরো সম্মাণীয় সৈনিক গন উপস্থিত ছিলেন।সভার সভাপতিত্ব করেন সভাপতি আবু আফজাল জিন্না। দোয়া করেন পিরজাদা হাফেজ মৌলানা সাদ্দাম সিদ্দিকী আলকোরাইশী।সকলের জন্য মঙ্গল কামনা করে দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

দরিদ্রদের পুজোর নতুন পোশাক বিলি করলেন বিধায়ক আবদুল গনি

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: মালদহের সুজাপুর বিধানসভার বিধায়ক ও কলকাতা উচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আব্দুল গণির ব্যবস্থাপনায় শারদীয়ার দুর্গোৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন অঞ্চলজুড়ে অসহায় দরিদ্র মানুষদের বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি। এদিন সোমবার সুজাপুর বিধানসভার নওদা যদুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় সাড়ে সাত শত দরিদ্র মানুষদের শাড়ি, লুঙ্গি, পাঞ্জাবি ও ধুতি সহ বাচ্চাদের বিভিন্ন রকমের পোশাক বিতরণ করেন। এছাড়াও সুজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধুঘাট এলাকায় প্রায় দুইশত এবং জালালপুর অঞ্চলে প্রায় তিনশত দরিদ্র মানুষদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এছাড়াও আগামীকাল বিভিন্ন অঞ্চলে বস্ত্র বিতরণ চলবে। গোটা সুজাপুর বিধানসভা জুড়ে প্রায় পাঁচ হাজার বস্ত্র বিতরণ করা হবে।

এদিনের বস্ত্র বিতরণে উপস্থিত ছিলেন, কলকাতা উচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ও প্রাক্তন ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা সুজাপুর বিধানসভার বিধায়ক আব্দুল গণি, মালদা জেলা পরিষদ বন ও ভূমি কর্মদক্ষ আব্দুর রহমান, কালিয়াচক-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আলিউল সেখ, পূর্ত কর্মদক্ষ কামাল হোসেন, আইনজীবী আব্দুল আজিজ আল আমান, হায়দার আলী মোমিন, সামিজুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

বাঙালিদের সবচেয়ে বড় উৎসব মানেই দুর্গোৎসব। এই উৎসবের মধ্য দিয়ে সকল মানুষের মধ্যে আনন্দ ও উৎসাহ ভাগ করে নেওয়ার মহৎ সুযোগ। কারণ এটা শুধুমাত্র ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক উৎসব নয়, সামাজিক সৌহার্দ্য সম্প্রীতির এক মেলবন্ধন। বছরের পর বছর ধরে এই দুর্গোৎসবে মানুষ একত্রিত হয়ে উৎসবের আনন্দকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়।

বিধায়ক আব্দুল গণি বলেন, আজকে আমাদের সুজাপুর বিধানসভা এলাকার সুজাপুর, যদুপুর ও জালালপুর অঞ্চলজুড়ে শারদীয়ার দুর্গোৎসব উপলক্ষে অসহায় দরিদ্রদের বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। বিশেষ করে সমাজের সেইসব মানুষদের জন্য, যাদের হয়তো পূজার আনন্দ উপভোগের মতো সামর্থ্য নেই, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে কিছুটা আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার জন্যেই এই উদ্যোগ। যেসব মানুষ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, এত বড় একটা উৎসবে তাদের মুখে একটু হাসি ফোটাতে পারাটাই দুর্গাপূজার প্রকৃত মর্মার্থ। পূজার সময় নতুন বস্ত্র পরার যাদের স্বপ্ন ছিল, কিন্তু যাদের সম্ভব হচ্ছিল না, তারা নতুন বস্ত্র পেয়ে তাদের মুখে উৎসবের আনন্দ দেখতে পেলাম। যা মানুষের মধ্যে সুখ ও আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার একটি নিদর্শন।

অভিষেকের উপহার বাড়ি বাড়ি পৌঁছচ্ছেন যুব নেতা

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: আর মাত্র কয়েকটা দিন। তার পর দুর্গা পূজা। আর এই পুজোর সময় নতুন পোশাক পরতে কার না ভালো লাগে! আর যদি সেই উপহার বাড়ি বয়ে আসে। কড়া নাড়ছে তৃণমূল, বাড়িতে কেউ আছেন? দরজা খুললেই হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে উৎসবের উপহার। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী তো আছেই,সেটা তো গোটা রাজ্যের জন্য। তবে এবারও কেবল মাত্র ডায়মন্ড হারবারের জন্য নির্দিষ্ট দেওয়া হল অভিষেকের উৎসবের উপহার। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গত বছরেও এই উৎসবের উপহারের ব্যবস্থা করেছিলেন। দলের সৃশ্য নেতৃত্ব রা তারা ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে বিভিন্ন নির্দিষ্ট জায়গায় সকল কে দুর্গা পূজার উপহার দিয়ে ছিলেন। তবে এবার পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন, এবার বুথের দায়িত্বে থাকা নেতা নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে এই উৎসবের উপহার সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছেন।

সারা ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে র পাশাপাশি ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার পর্যবেক্ষক সামীম আহমেমের নেতৃত্বে এই বিধানসভা কেন্দ্রের সকল জায়গার পাশাপাশি বাসুল ডাঙ্গা অঞ্চলে চাঁদা গ্রামে এই উপহার বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এলেন ১৮৯ নম্বর বুথের মেম্বার এনায়েত হোসেন মোল্লা ও যুব সভাপতি মইদুল সাপুই সহ দলের স্থানীয় কর্মী সমর্থকরা।

আপনজন: হুগলি গ্রামীণ পুলিশের পিংক পেট্রোল টহল দিল চন্ডীতলা থানা এলাকায়। চন্ডীতলা বাজার, মশাট এলাকা ছাড়াও শিয়াখালায় পিংক বাহিনী টহল দেয়। এর ফলে খুশি এলাকার মানুষ।

ছবি: সেখ আব্দুল আজিম

প্রথম নজর

জ্বালাদিপুর হাইস্কুলে ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ছাত্রছাত্রীদের মেধা বিকাশের লক্ষে অভিনব উদ্যোগে 'আইডিয়াল ট্যালেন্ট সার্চ' পরীক্ষার আয়োজন করলো অল ইন্ডিয়া আইডিয়াল টিচার এসোসিয়েশন তথা আইটা। রবিবার মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের চাচন্ড বাসুদেবপুর জ্বালাদিপুর হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয় এই পরীক্ষা। এদিনের এই পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণী থেকে দশম শ্রেনী পর্যন্ত প্রায় ছয় শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া আইডিয়াল টিচার এসোসিয়েশন আইটার ব্লক সভাপতি আরিফ হোসেন, জামায়াতে ইসলামী হিন্দের ব্লক সভাপতি ওয়াকিল আহমেদ সহ অন্যান্য শিক্ষক বৃন্দ। পরীক্ষা উপলক্ষে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ করা যায়। এদিন ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা নেওয়ার পাশাপাশি অভিভাবকদের নিয়ে বিশেষ আলোচনাও পেস করা হয় অল ইন্ডিয়া আইডিয়াল টিচার এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। পরীক্ষায় সেরা ছাত্রছাত্রীদের রাজ্য, জেলা ও ব্লক ভিত্তিক পুরুস্কার প্রদান করার পাশাপাশি ৬০ শতাংশের উপরে নম্বর প্রাপক ছাত্রছাত্রীদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে বলেও জানানো হয় শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে। ছাত্রছাত্রীদের মেধা ও প্রতিভার বিকাশ এবং ও এম আর এর মাধ্যমে এখন থেকেই পরীক্ষায় বসার জন্য তাদের অভিনব উদ্যোগে প্রস্তুত করতে অল ইন্ডিয়া আইডিয়াল টিচার এসোসিয়েশনের এধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান অভিভাবক থেকে শুরু করে বিশিষ্টজনেরা। আগামী ৩০ নভেম্বর ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবে বলেও জানিয়েছেন আইটা কর্তৃপক্ষ।

নূর জাহানারা স্মৃতি হাই মাদ্রাসায় মেধা পরীক্ষা

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: রবিবার অল ইন্ডিয়ান আইডিয়াল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় রাজ্য লেভেলের গুরুত্বপূর্ণ আইডিয়াল ট্যালেন্ট সার্চ এক্সাম সাফল্যের সাথে সারা রাজ্যে একই প্রশ্নপত্রে ও এম আর সিটের মাধ্যমে একযোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই পরীক্ষায় রাজ্যের প্রায় ১৫,০০০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে, যা তৃতীয় শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এই পরীক্ষার মূল লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই এবং তাদের মেধার বিকাশের সুযোগ প্রদান করা। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীল চিন্তা ও প্রতিযোগিতার মানসিকতা তৈরির পাশাপাশি তাদের মেধাকে স্বীকৃতি দেওয়াই এই পরীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। মেধাবী শিক্ষার্থীদের সেন্ট্রাল, ব্লক, জেলা এবং রাজ্য লেভেলে পুরস্কৃত করার মাধ্যমে তাদের অর্জনকে সম্মানিত করা হয়, যা তাদের উদ্দীপনা বাড়াতে সহায়ক। মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় সাড়ে চার হাজার শিক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে, যার মধ্যে নূর জাহানারা স্মৃতি হাই মাদ্রাসায় ৭২৭ জন শিক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। সফলভাবে পরীক্ষার আয়োজনের ফলে মুর্শিদাবাদের প্রশাসন এবং অল ইন্ডিয়ান আইডিয়াল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এই পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের জন্য এক নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়। ভবিষ্যতে তাদের মেধার বিকাশে এবং দক্ষতার উন্নয়নে এ ধরনের আরও উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন।

টার্গেট সোসাইটির মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা নির্বিঘ্নে

সেখ মহম্মদ ইমরান ● মেদিনীপুর

আপনজন: পশ্চিম মেদিনীপুরের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মুগবসান টার্গেট ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আয়োজিত "মেধা নির্বাচন পরীক্ষা ২০২৪" অনুষ্ঠিত হলো রবিবার। সম্পূর্ণ সিলেবাস ভিত্তিক এই পরীক্ষা পশ্চিম মেদিনীপুরেটি ১৪ টিপরীক্ষা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে । এই পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৭৬৮ জন। এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৯৬ থেকে ১০০শতাংশ প্রাপক পরীক্ষার্থীদের ৫০০টাকা ব্যাগ মেডেল, ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ ২০০টাকা ব্যাগ মেডেল, ৮০থেকে ৮৯শতাংশ শরৎ সমগ্র ও মেডেল, ৭০ থেকে ৭৯ শতাংশ ২০০ টাকা মূল্যের গল্পের বই, ৬০থেকে ৬৯ শতাংশ ৭০টাকা মূল্যের বই, ৫০ থেকে ৫৯ শতাংশ পরীক্ষার্থীদের কুইজ বই প্রদান করা হবে। প্রতি শ্রেণীর প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান অধিকারীদের বিশেষ পুরস্কার পুরস্কৃত করা হবে। এছাড়াও বিশেষ আকর্ষণ হল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলেই সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। এই পরীক্ষার আরেকটি বিশেষত্ব হলো ভবিষ্যতের কথা ভেবে নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ও এম আর সিটে উত্তরপত্র লেখার ব্যবস্থা। সোসাইটির কর্মকর্তা সেখ মনিরুল আলম জানান, ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা থেকে বিমুখ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশোনার আগ্রহী করার সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে সিলেবাস আছে সেই জন্য সিলেবাস ভিত্তিক সম্পূর্ণ প্রশ্ন করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষক শিক্ষা কর্মী সমিতির অভিযোগ

শিক্ষক-শিক্ষা কর্মীদের অভাবে এমএসকে ও এসএসকে মাদ্রাসাগুলি আজ মৃত্যুপথে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সম্প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষক শিক্ষা কর্মী সমিতির প্রতিনিধি দল রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেছে। সেই পরিদর্মনের পর একাধিক মুখ্য সম্প্রসারকদের সাথে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সমিতির মুখপাত্র সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, এই সমস্ত মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুত পলিসি গ্রহণ করতে হবে তা না হলে এই সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে পরবর্তীকালে তারা ফরমাল মাদ্রাসায় নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে উচ্চশিক্ষার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অথচ শিক্ষকের অভাবে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আগামী দিনে ছাত্র-ছাত্রীরা পঠন-পাঠন করার আর সুযোগ পাবে কিনা তা যথেষ্ট সংশয় দেখা দিয়েছে। এছাড়া সরকারি সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রেও আরো একটু উদ্যোগ নিতে হবে কারণ এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে এলাকার দুস্থ গরিব ছেলেমেয়েরা বেশির ভাগই পড়াশোনা করে। অনেক এম এস কে মাদ্রাসা আছে সেগুলো খুব পিছিয়ে পড়া এলাকায়।

মালদার একটি মাদ্রাসা শিশু শিক্ষাকেন্দ্র। (ফাইল চিত্র)। (পাশে) মাদ্রাসা শিক্ষক নেতা সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন

মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্র গুলির শিক্ষক শিক্ষিকাদের বেতন অত্যন্ত কম হওয়ার ফলে তারাও স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারছে না। সরকারি অন্যান্য বিভাগের কর্মীদের অনুযায়ী অত্যন্ত কম বেতনে এরা কাজ করছে।

অথচ ফরমাল মাদ্রাসার শিক্ষকদের মতই এই সমস্ত শিক্ষকদের ডিউটি পালন করতে হয়। মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুযায়ী ও নিয়ম অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করতে হয়। সমিতির মুখপাত্র সাজ্জাদ হোসেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সমিতির পক্ষ থেকে আবেদন জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী তথা মাদ্রাসা শিক্ষা মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে স্বমহিমায় ফিরিয়ে দিন। তাহলে এই গরিব পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে না । তা না হলে এই সমস্ত শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষকের সংখ্যা এত বেশি কমে হয়েছে যার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যু পথের যাত্রী হবে। মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন কন্যাশ্রী, রূপশ্রী ,সবুজ সাথী জা বাংলার ছাত্র-ছাত্রীদের কে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন আলোর দিশা দিয়েছে।প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দেন রফিকুল ইসলাম, আলী হোসেন,রাজ্য কনভেনার সৈয়দ সাফাকাত হোসেন, মুখপাত্র তথা যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন।

দ্বীনি বোর্ড ও জমিয়তের আলোচনা সভা

জাকির সেখ ● গোসাবা

আপনজন: দ্বীনি তালিমী বোর্ড জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ-এর পক্ষ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং জীবনতলা বাসন্তী ও গোসোবা থানার অন্তর্গত সমস্ত ইমাম, মুয়াজ্জিন ও মাদ্রাসার জিম্মাদারদের নিয়ে দাহারানী মাদ্রাসা ইমদাদুল উলুমে গুরুত্বপূর্ণ কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিটিংয়ে সমাজের সার্বিক কল্যাণ কামনায় শিশুদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ'র আলোকে সৌভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করার আহ্বান জানানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সাধারণ সম্পাদক মুফতী আব্দুস সালাম ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাওলানা হাসানুজ্জামান, মুফতী আমিনুদ্দীন, মাওলানা আব্দুল খবীর, মাওলানা আবুল হাসান, মাওলানা শহীদুল্লাহ সাহেব, মুফতী হারুন ও মুফতী আয়াতুল্লাহ প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ভূতনিতে ফুরফুরা থেকে ত্রাণ সামগ্রী

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● ফুরফুরা

আপনজন: মালদার ভূতনির উঃ চন্ডিনগড় পঞ্চায়েত এলাকায় টিম আমরা সবাই-এর উদ্দোগে উপহার সামগ্রী বিতরণ।

ফুরফুরা শরীফ টিম আমরা সবাই-এর কর্মী আবু তালহা আব্বাসী জানান, এবারের বন্যায় সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা হলো মালদার ভূতনি, এর আগেও আমরা হুগলির খানাকুল ও হাওড়ার জয়পুরে বন্যার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য উপহার সামগ্রী বিতরণ করতে গিয়ে দেখেছি, আর আজ ভূতনিতে এসে বন্যার বিভৎস দৃশ্য দেখে সত্যিই আমি ব্যাথিত, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কষ্ট প্রকাশ করার মত নয়। তিনি আরও জানান বন্যা কবলিত এলাকার জন্য উপহার সামগ্রী বিতরণে টিম আমরা সবাই-এর এটা তৃতীয় দফা ছিল।

ইসলামের আদর্শে আমি অনুপ্রাণিত, জানালেন বিধায়ক আশীষ মার্জিত

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: 'নবীজির (সাঃ) নীতি আদর্শ মতামত অত্যন্ত ভালো লাগে, ইসলাম ধর্মের আদর্শে আমি অনুপ্রাণিত, মুগ্ধ।' ইমাম-মুয়াজ্জিন ও পুরোহিতদের সম্প্রীতি সভায় বললেন খড়গ্রামের বিধায়ক আশীষ মার্জিত। রবিবার খড়গ্রাম বিডিও অফিসের রবীন্দ্র ভবনে পুজোর প্রাক মুহূর্তে ইমাম-মুয়াজ্জিন এবং পুরোহিতদের নিয়ে সম্প্রীতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন খড়গ্রামের বিধায়ক আশীষ মার্জিত, বিশিষ্ট সমাজসেবী জোসেফ হোসেন, ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের ব্লক সম্পাদক আমিরুল ইসলাম সহ বিভিন্ন মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন এবং এলাকার পুরোহিতরা। পুজোর সময় সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখতে কি কি করনীয় বা কি কি নয়, সে বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে এই সভা করা হয় বলে জানান ইমাম সংগঠনের ব্লক সম্পাদক আমিরুল ইসলাম। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক আশীষ মার্জিত বলেন, 'ইমামরা যে বার্তা দেন, সেই বার্তাই আমার খড়গ্রাম বিধানসভা আলোকিত থাকে। কুরবানীর দিন শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার হওয়ায় নামাজের পর কুরবানী শেষে শিব ভক্তদের জলযোগের ব্যবস্থা করেন মুসলিম ভাইয়েরা। পুজোর শুরু থেকে বিসর্জন সব জায়গায় সহযোগিতা পাওয়া যায় তাদের। তাই ইমামদের আন্তরিকভাবে সালাম-শ্রদ্ধা জানাই। তাদের সর্ব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসাকে কুর্ণিশ জানায়।' তিনি আরও বলেন, 'নবীজির (সাঃ) নীতি-আদর্শ, মতামত আমার অত্যন্ত ভালো লাগে। ইসলাম ধর্মের নীতি আদর্শে আমি অনুপ্রাণিত-মুগ্ধ। তাই তারা ডাকলে আমি সেখানে হাজির হই। খড়গ্রামের সম্প্রীতি সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ুক বলে জানান বিধায়ক আশীষ মার্জিত।

পুজোর মুখে টোটো চুরি যাওয়ায় বিপদে বিষ্ণু

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: পুজোর মুখে টোটো চুরি গেল বয়স পঞ্চাশের বিষ্ণু মন্ডলের। টোটো হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তিনি।থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।পুলিস তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুরের মশালদহ গ্রামের হতদরিদ্র বিষ্ণুর টোটোটি শনিবার রাতে বাড়ি থেকে চুরি হয়ে যায়।টোটো চালিয়ে কোনরকমে সংসার চালাতে তিনি।তার পরিবারে রয়েছে দুই নাবালক ছেলে ও স্ত্রী সহ মোট চারজন।সে ছিল পরিবারের একমাত্র রোজগেরে।এই টোটোই ছিল তার আয়ের একমাত্র ভরসা।সাত মাস আগে বন্ধন ব্যাংক থেকে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে টোটোটি কিনেছিল।টোটো চালিয়ে পরিবারের খরচ যোগাড়ের পাশাপাশি কিস্তি পরিশোধ করতে হত তাকে।পুজোর কেনাকাটা এখনো বাকি।কিভাবে ঋণ পরিশোধ করবে তা দুশ্চিন্তায় পড়েছে সে। বিষ্ণু বলেন,শনিবার সারাদিন টোটো চালিয়ে সন্ধ্যার সময় বাড়িতে চার্জে দিয়েছিলাম। রাত দশটা পর্যন্ত টোটো টি ছিল।ভোরের সময় উঠে দেখি ঘরের তালা ভাঙ্গা এবং টোটো টি নেই। খোঁজাখুঁজির করি।কোনো সন্ধান না পাওয়ায় ভালুকা ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেছি। সাত মাস আগে দিল্লি থেকে এসে বন্ধন ব্যাংক থেকে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে টোটো টি কিনেছিলাম।এখন কিভাবে ঋণ পরিশোধ করব তা চরম সমস্যায় পড়ে গেলাম।

শারদীয়ায় নতুন পোশাক বিলি মানবতার

নিজস্ব প্রতবেদক ● বাঁকুড়া

আপনজন: শারদীয় উপহার হিসাবে নতুন পোষাক বিতরণ করল সেচ্ছাসেবী সংস্থা মানবতা সাথে শিক্ষা সামগ্রী। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সমাজকল্যাণ মূলক সংস্থা মানবতা আসন্ন শারদীয়া উপলক্ষে বাকুড়া জেলার তালডাংরা পার্শ্ববর্তী আদিবাসী অধ্যুষিত বাগিশা গ্রামে আজ ৫০ জন শিশু ও অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মহিলা মিলিয়ে ২০০ জনকে নতুন পোশাক প্রদান করলো। উপস্থিত ছিলেন মানবতা সংস্থার সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী পিয়াদা সদস্য ডা: তৌহিদুর রহমান শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়ুয়া আসমাতারা মন্ডল, শিক্ষিকা সুরাইয়া বিবি পিয়াদা,খুঁদে সদস্য সাফ্রিন ও সুহানা এছাড়া তুলসীপদ মান্ডি, নরেন মান্ডি,পানু সরেন, সনাতন সরেন,নির্মল মান্ডি।এদিন অনুষ্ঠানটির ব্যাবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন বিষ্ণুপুর এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী তাপস কুমার দে।

অমরাগড়ী গ্রামে রায় পরিবারের তিন শতাব্দী প্রাচীন দুর্গোৎসব

অভিজিৎ হাজরা ● আমতা

আপনজন: গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার আমতা বিধান সভার আমতা ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত অমরাগড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের অমরাগড়ী গ্রামে রায় পরিবারের তিন শতাব্দী প্রাচীন দূর্গোৎসব সম্পর্কে জানার আগে এই পরিবারের শ্রী শ্রী ঁ গজলক্ষী মাতা স্টেট সম্পর্কে জানা দরকার। এই প্রসঙ্গে এই এস্টেটের বর্তমান সম্পাদক সৌরভ রায় বলেন, "এই এস্টেটটি গঠিত হয়েছিল বাংলার ১১২৬ বঙ্গাব্দের ১৫ ই বৈশাখ। বর্তমানে ৩০৫ বছরে পদার্পণ করেছে এই স্টেটটি। এই স্টেটের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বর্গীয় শান্তি রায়।শান্তি রায় বাণিজ্য করতে বেড়িয়ে এই গ্রামে রাত্রী যাপনের জন্য নৌকার নোঙর বাঁধেন। সেই রাত্রে মা ঁ গজলক্ষী দেবী স্বর্গীয় শান্তি রায় কে স্বপ্না দেশ দিয়ে বলেন," আমাকে ছেড়ে চলে যাস না - তুই আমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর!" সেই স্বপ্না দেশ পেয়ে তিনি অমরাগড়ী গ্রামে বসবাস শুরু করেন।গ্রামবাসীদের নিয়ে গড়ে তোলেন শ্রী শ্রী ঁ গজলক্ষী মাতা এস্টেট। তিনি বাইরে থেকে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষজনদের এনে এই গ্রামে বসবাস করান এবং গ্রামটিকে একটি আদর্শ গ্রামে রূপান্তরিত করেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত এই এস্টেট একই নিয়মে চলে আসছে। এই স্টেটেটের বিভিন্ন পূজার্চনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১ লা বৈশাখ, রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাসযাত্রা, দশহারা, শিবরাত্রির পূজা,মকর সংক্রান্তি, চাঁচড়, দোল উৎসব চৈত্র সংক্রান্তি, ঝাঁপ ও গাজন উৎসব। এছাড়াও নিত্যসেবা,শ্রী শ্রী ঁ গজলক্ষী মাতা দেবী ও তিনটি শিব মন্দিরের পূজা এখনও চলে আসছে। সেই সঙ্গে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব মহাপূজা দূর্গাপূজা চলে আসছে ধারাবাহিক ভাবে। এই স্টেটের বর্তমান সভাপতি নিশিথ রায়, সম্পাদক সৌরভ রায়, কোষাধ্যক্ষ তনয় রায় সহ চোদ্দো জন সদস্য - সদস্যা বৃন্দের দ্বারা দূর্গা পূজা সহ অন্যান্য উৎসব পরিচালিত হচ্ছে।

অমরাগড়ী গ্রামের শ্রী শ্রী ঁ গজলক্ষী মাতা এস্টেটের দূর্গাপূজা এই বছর ৩০৫ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে।এই পূজার বৈশিষ্ট্য একচালা প্রতিমা, চামুণ্ডা মূর্তি, মহালয়ার পরের দিন অর্থাৎ প্রতিপদ থেকে পূজা শুরু হয়ে যায়। দেবীর চন্ডীপাঠ, নিত্যদিনের সন্ধ্যারতির মাধ্যমে প্রতিপদের দিন থেকে পরিবারের দূর্গোৎসব পূর্ণমাত্রা এনে দেয়।

বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে জেলাশাসক আয়েশা রানি সরজমিনে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: ডিভিসির অতিরিক্ত জল ছাড়ার কারণে গোটা রাজ্যে বন্যার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। অনেক জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম এলাকা জামালপুর থানা। রবিবার আবার জামালপুর ব্লকে বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এলেন জেলাশাসক আইএএস আয়েশা রানি। তিনি আজ জোতশ্রীরাম অঞ্চলের কোরা ও শিয়ালী গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের সাথে কথা বলেন এবং ঘরবাড়ির অবস্থা খতিয়ে দেখেন। ওই গ্রাম দুটিতে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ত্রাণ হিসাবে চাল, আলু, মুড়ি, তেল, হলুদ, নুন, লঙ্কা, বিস্কুটসহ নানা প্রয়োজনীয় জিনিস দেন। এরই সঙ্গে পোশাক হিসাবে শাড়ি, চুড়িদার, বাচ্চাদের জামা, প্যান্ট, ফ্রক তুলে দেন। বাচ্চাদের জন্য চকলেট, বিস্কুট ও চিঁড়েভাজার প্যাকেটও প্রদান করেন।

তার সাথে ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) অমিয় দাস, বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, সদর দক্ষিণ মহকুমা শাসক বুদ্ধদেব পান, বিডিও পার্থ সারথী দে, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, তাবারক আলী মন্ডল, তপন দে সহ অন্যান্যরা।

জেলাশাসক জানান, তিনি দায়িত্ব নেবার পর আজ দ্বিতীয়বার জামালপুরে এলেন। প্রথম দিন তিনি জারোগ্রাম অঞ্চলের সাজামানতলায় এসেছিলেন, আর আজ এলেন জোতশ্রীরাম অঞ্চলের কোরা ও শিয়ালী গ্রামে। তিনি সকলের সাথে কথা বলে তাদের সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ খবর নেন এবং ত্রাণ বিতরণ করেন।

দুর্গাপুজোর গাইড ম্যাপের সূচনা করলেন পুলিশ সুপার

আসিফ রনি ● বহরমপুর

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে বহরমপুর রবীন্দ্র সদনে ২০২৪ এর দুর্গাপূজা গাইড ম্যাপের শুভ উদ্বোধন করলেন মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার সূর্য প্রতাপ যাদব। রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার সূর্য প্রতাব যাদব, আইপিএস মাজিদ ইকবাল খান,সদর মহকুমা শাসক শুভঙ্কর রায় , বহরমপুর থানার আইসি উদয় শংকর ঘোষ সহ বিভিন্ন থানার আইসি এবং ওসি।

এদিন পুলিশ সুপার বলেন তিনি মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার প্রতিটি পৌরসভায় বড় পুজোর ক্ষেত্রে দর্শনকারীদের সুবিধার্থে এই ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে । পুলিশ সুপার সূর্য প্রতাপ যাদব তিনি বলেন গতবারের ন্যায় এবারও আমরা পুজো গাইড ম্যাপ উদ্বোধন করলাম। আমাদের জেলায় প্রতি পৌরসভায় যে বড় পুজো গুলি আছে যেখানে পুজো দেখতে দর্শনার্থীরা ভিড় করেন সেইসব পূজা মন্ডপ গুলির সম্পূর্ণ নির্দেশিকা দিয়ে কোথায় পার্কিং করবে কোথায় নো এন্টি থাকবে প্রভৃতি সব তথ্য থাকবে।

ময়দায় হজ প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ময়দা

আপনজন: জয়নগর থানার ময়দায় হাসানাইন ট্রাভেলসের উদ্যোগে রবিবার ওমরাহ ও হজযাত্রীদের এক মহতী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। হাসানাইন ট্রাভেলসের কর্ণধার মুফতি আতিকুর রহমান জানান, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সহ আরো বিভিন্ন জেলার প্রায় দুই শতাধিক ওমরাহ ও হজ যাত্রীদের ফ্রিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ দেন যুগদিয়া হান্নানিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক মুফতি আব্দুল কাদের সাহেব। বিশ্ব শান্তি কামনায় হজ যাত্রীদের কে নিয়ে দোয়া করেন পীরে কামেল মাওলানা ইমাম উদ্দিন মাজহেরি। হাসানাইন ট্রাভেলসের ডিরেক্টর মুফতি আতিকুর রহমান জানান, ২০১৭ থেকে ওমরাহ ও হজ যাত্রীদের কে পাসপোর্ট, ভিসা, বিমানের টিকিট প্রভৃতি বিষয়ে একনিষ্ঠভাবে পরিষেবা দিয়ে আসছেন। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কারী মুজিবর রহমান, হাজি আব্দুল হাই, হাফিজুর রহমান, ইসরাফিল মাজাহেরি, সমাজসেবী গাজী আবুল হোসেন প্রমুখ।

আল-আমীন ফাউন্ডেশন

AMF BARUIPUR JOGI BATTALA AL-AMEEN FOUNDATON

একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

পরিচালনায় : জি ডি মনিটরিং কমিটি

জনাব মোস্তাক হোসেন
চেয়ারম্যান
বোর্ড অফ ট্রাস্টি

আসন সীমিত

বালক ও বালিকা বিভাগ

২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে
একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলছে

মাধ্যমিকের মার্কশিট নিয়ে দ্রুত যোগাযোগ করুন

মাধ্যমিক ২০২৪-এ আমাদের সাফল্য

আফিক আরিফ মণ্ডল
প্রাপ্ত নম্বর - 650

ফিরোজ মোল্লা
প্রাপ্ত নম্বর - 633

তামীম হোসেন হালদার
প্রাপ্ত নম্বর - 632

৫ জন ৯০ শতাংশের ঊর্ধ্বে

১৭ জন স্টার মার্কস-সহ ৭৫ জন শিক্ষার্থী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ

ডে স্কলার ছাত্রছাত্রীদেরও ব্যবস্থা আছে

স্বনামধন্য শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা ক্লাস করানো হয়

দ্বাদশ শ্রেণি থেকে নিটের প্রস্তুতির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা আছে

EDUCARE FOUNDATION

(A Unit of Al-Ameen Foundation)

ADMISSION OPEN ENROLL NOW

WBCS Coaching

রেজিস্টার্ড অফিস: আল-আমীন ফাউন্ডেশন, যোগীবটতলা, বারুইপুর-৭০০১৪৪

8910851687/8145013557/9831620059

Email- amfbaruipur@gmail.com

হজ্ব ওমরাহ যিয়ারত

উমর ফারুক ট্রাভেলস্

নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া

সকলকে জানাই আসসালামু আলাইকুম

সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহপাক এর জন্য যিনি আমাদের সমস্ত এবাদতের মধ্যে এক বিশেষ এবাদত হজ্ব ও ওমরাহ করার জন্য সহজ সরল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, যেই কাজে আমরা সৎ ও নিষ্ঠার সাথে আপনাদের খেদমতে বহু বছর ধরে নিয়ে জিত আছি ও দোওয়া করেন আগামীতে আরো ভালো ভাবে সেবা করতে পারি ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পরিষেবা

প্যাকেজ

১৭ দিনের জন্য সাধারণ প্যাকেজ

- মক্কা ও মদিনাতে কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা
- বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা)
- মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে
- ফ্লাইট যেকোনও এয়ারলাইন্স-এ হতে পারে

রমজানের স্পেশাল অফার
সীমিত সময়ের জন্য বুকিং করুন

১৭ দিনের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ

- মক্কাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ৩৫০ মিটার থেকে ৪০০ মিটার
- মদিনাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ১০০ মিটার থেকে ১৫০ মিটার
- বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা)
- মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে
- তায়েফ যিয়ারত
- বদর যিয়ারত
- ওয়াদিয়া জিন পাহাড়
- বয়স্ক মানুষদের জন্য হুইলচেয়ারের সু-ব্যবস্থা আছে
- জমজম ৫ লিটার
- জেদ্দা ও আরব সাগর ভ্রমণ

হাদিয়া: ল্যাগেজ ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, জুতার ব্যাগ, গাইড বই, সাতদানা তসবি, ট্রলি ব্যাগ

যোগাযোগ

কাজী ওয়াসিম আকবার 8240569012
আব্দুল ফারাদ 7003187312
সেখ সাইন রহমান 7980004507

কলকাতা শাখা অফিস: ৪৯, কুষ্টিয়া মসজিদ বাড়ি লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৯

দানবীর অ্যাকাডেমি

ভর্তি চলছে

প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫ ● আবাসিক বালক বিভাগ

স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান

আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।

দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ

ভর্তির পরীক্ষা
২৪.১১.২০২৪
রবিবার, সকাল ১০টা

ফর্ম ফিলাপ চলছে

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান

বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন -৭১১৩১২

9143076708 8513027401

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু থেকে বাদ পড়ল মোহনবাগান

ইরানে খেলতে না যাওয়ার জের

আপনজন ডেস্ক: ইরানের তাবরিজে ট্রাক্টর এফসি-র বিরুদ্ধে খেলতে না যাওয়ায় এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু থেকে বাদ পড়ল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ২ অক্টোবর তাবরিজে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট-ট্রাক্টর এফসি ম্যাচ ছিল। কিন্তু ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ফুটবলারদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ইরানে খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ট্রাক্টর এফসি অবশ্য খেলার জন্য তৈরি ছিল। নিয়ম অনুযায়ী ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক বৈঠকে হাজির হন ট্রাক্টর এফসি-র কোচ ও ফুটবলার। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের আসন ফাঁকা ছিল। তখনই এএফসি-র পক্ষ থেকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল, মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে কড়া শাস্তির মুখে পড়তে হবে। সোমবার সেই শাস্তির কথা ঘোষণা করা হল। এএফসি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ইরানে খেলতে না যাওয়ায় ধরে নেওয়া হচ্ছে, এই ক্লাব প্রতিযোগিতা থেকে নাম তুলে নিয়েছে। এই টুর্নামেন্টে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সব গোল ও পয়েন্ট বাতিল হয়ে যাচ্ছে। এবারের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ে আর খেলতে পারবে না মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। এএফসি-র পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২০২৪-২৫ মরসুমের জন্য এএফসি-র নিয়মের ৫.২ অনুচ্ছেদ অনুসারে ভারতের মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। এই ক্লাব ২ অক্টোবর ইরানের তাবরিজে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু গ্রুপ এ-র ম্যাচে ট্রাক্টর এফসি-র বিরুদ্ধে খেলতে যায়নি। এই কারণেই মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের গোল ও পয়েন্ট বিবেচনা করা হবে না। ভবিষ্যতের ম্যাচগুলিতেও খেলবে না এই ক্লাব।' মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের দাবি ছিল, ইরানে নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। কিন্তু একই সময়ে ইরানে এফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ হয়। ফলে সবুজ-মেরুন শিবিরের যুক্তি খাটল না।

ব্রাজিল দলে 'মড়ার উপর চোটের ঘা'

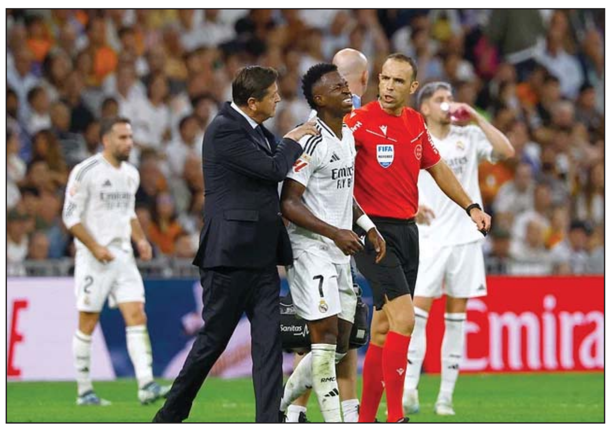

আপনজন ডেস্ক: 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' নয়, মড়ার উপর চোটের ঘা–ব্রাজিল ফুটবল দলের বর্তমান অবস্থা সম্ভবত এমনই। এমনিতেই দলটির মাঠের পারফরম্যান্স যাচ্ছেতাই। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে চোটের ঘা। ব্রাজিলের জন্য সর্বশেষ বড় দুঃসংবাদ চোট পেয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ থেকে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের ছিটকে যাওয়া। শনিবার রাতে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে রিয়াল মাদ্রিদের ২-০ গোলে জয়ের রাতে চোটে পড়েন ভিনিসিয়ুস। ম্যাচের ৭৩ মিনিটে গোল করা ভিনিসিয়ুস ৭৯ মিনিটে মাঠ ছাড়েন ঘাড়ে অস্বস্তি নিয়ে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ভিনিসিয়ুসের 'সার্ভিক্যাল' চোট ধরা পড়ে। এই চোটে আপাতত কয়েক দিন মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে। রিয়ালের হয়ে খেলতে গিয়ে চোট পেলেও তাতে ক্ষতিটা হবে ভিনির জাতীয় দল ব্রাজিলের। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বিরতির কারণে ক্লাব ফুটবলের খেলা নেই। খেলোয়াড়দের অনেকে এরই মধ্যে যোগ দিয়েছেন জাতীয় দলে। ব্রাজিলও এখন প্রস্তুতি নিচ্ছে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দুটি ম্যাচের জন্য। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে ১১ অক্টোবর সকাল ছয়টায় চিলির মুখোমুখি হবে দরিভাল জুনিয়রের দল। ব্রাজিল পরের ম্যাচটি খেলবে ১৬ অক্টোবর সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে পেরুর বিপক্ষে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এ দুটি ম্যাচে দলের অন্যতম সেরা তারকাকেই পাচ্ছে না দলটি। ভিনিসিয়ুসের পরিবর্তে এরই মধ্যে দলে ডাক পেয়েছেন ফুলহাম তারকা আন্দ্রেস পেরেইরা। কিন্তু পেরেইরাকে দিয়ে ভিনিসিয়ুসের অভাব ঘুচবে কি না, সে শঙ্কা থেকেই গেছে। ব্রাজিলের হয়ে চোটের তালিকায় ভিনিসিয়ুসই একমাত্র তারকা নন। দলের সবচেয়ে বড় তারকা নেইমার চোট নিয়ে বাইরে আছেন প্রায় এক বছর ধরে। আর সাম্প্রতিক সময়ের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ঘোষিত দল থেকেই চোট নিয়ে ছিটকে গেছেন আরও চারজন। তাঁরা হলেন আলিসন বেকার, এদের মিলিতাও, ব্রেমার এবং গিলের্মো আরানা। লিভারপুলের হয়ে খেলার সময় চোটে পড়েন গোলরক্ষক আলিসন। পরে তাঁর বিকল্প হিসেবে ব্রাজিল দলে ডেকেছে পালমেরাইসের ওয়েভেরতনকে। এরপর মিলিতাও ছিটকে গেছে বাঁ উরুতে ব্যথার কারণে। তাঁর পরিবর্তে ডাকা হয়েছে ফ্লামেঙ্গোর ফাবরিসিও ব্রুনোকে। এ ছাড়া ব্রেমার ও আরানার বিকল্প হিসেবে দলে ডাক পেয়েছেন পিএসজি বেরালদো এবং বোটাফোগোর অ্যালেক্স তেলেস। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দক্ষিণ আমেরিকার পয়েন্ট তালিকায় ব্রাজিলের বর্তমান অবস্থা অবশ্য খুব একটা ভালো নয়। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বর্তমানে ৫ নম্বরে আছে দলটি। ৮ ম্যাচ শেষে শীর্ষে থাকা আর্জেন্টিনার চেয়ে ৮ পয়েন্টে পিছিয়ে আছে তারা। সর্বশেষ তারা হেরেছে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে। এখন কঠিন এ সময়ে ভাঙাচোরা দল নিয়ে ব্রাজিল কত দূর এগোতে পারে, সেটিই এখন দেখার অপেক্ষা।

১৯ বলে ৬৬ রান নিয়ে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন সেন্ট লুসিয়া

আপনজন ডেস্ক: শেষ ৫ ওভারে দরকার ৬৬ রান। কঠিন হলেও টি-টোয়েন্টিতে দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু ম্যাচটা যদি হয় ফাইনাল, প্রতিপক্ষ যদি বর্তমান চ্যাম্পিয়ন হয় আর যখন জানবেন প্রথম ১৫ ওভারে উঠেছে মাত্র ৭৩ রান–তখন অসম্ভবই মনে হওয়ার কথা। আজ গায়ানার প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (সিপিএল) ফাইনালে এই অসম্ভবকেই সম্ভব করেছেন সেন্ট লুসিয়া কিংসের দুই ব্যাটসম্যান। অ্যারন জোন্স ও রোস্টন চেজের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে মাত্র ১৯ বলে ৬৬ রান তুলেছে সেন্ট লুসিয়া। তাতে গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সকে ৬ উইকেটে হারিয়ে প্রথমবারের মতো সিপিএল শিরোপা জিতেছে তারা। নিজেদের মাঠে টসে হেরে ব্যাট আগে ব্যাট করা গায়ানা তুলেছিল ৮ উইকেটে ১৩৮। রান তাড়া করতে নেমে ১০ ওভার শেষে সেন্ট লুসিয়ার রান ছিল ৪ উইকেটে ৫১। ততক্ষণে ফিরে গেছেন অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসি, জনসন চার্লস,

সিপিএল

আকিম অগাস্টে এবং টিম সাইফার্ট। দ্রুত ৪ উইকেট হারিয়ে ফেলার পর চেজ ও জোন্স ঢুকে পড়েছিলেন খোলসের মধ্যে। পঞ্চম ওভারের শেষ বল থেকে ১৫তম ওভারের শেষ বল পর্যন্ত টানা ৬১ বলে একটিও বাউন্ডারি আসেনি কারও ব্যাট থেকে। ১৫তম ওভার শেষে কোচ ড্যারেন স্যামির বার্তা নিয়ে মাঠে ঢোকেন সেন্ট লুসিয়ার এক খেলোয়াড়। ব্যাটসম্যানদের হাত খোলার বার্তাই যে দেওয়া হয়েছিল তখন, স্পষ্ট হয়ে যায় কিছুক্ষণের মধ্যেই। গায়ানার মঈন আলী ১৬তম ওভার করতে এলে জোন্স প্রথম বলেই এগিয়ে এসে মারেন ১০০ মিটার দূরত্বের বড় ছক্কা। দ্বিতীয় বলে সিঙ্গেল হলে স্ট্রাইকে যান চেজ। বার্বাডোজের এই ব্যাটসম্যান পরের চার বলে নেন যথাক্রমে ৬, ৪, ৬, ৪। মঈনের এক ওভারে ২৭ রান নিয়ে ৩০ বলে ৬৬ রানের সমীকরণকে ২৪ বলে ৩৯ রানে নামিয়ে আনেন দুই ব্যাটসম্যান। এরপর আর থামেনিন জোন্স-চেজ। ডোয়াইন প্রিটোরিয়াসের করা ১৭তম ওভার থেকে ২ ছক্কা ও ১ চারসহ ২০ রান আর রোমারিও শেফার্ডের করা ১৮তম ওভার থেকে ১ ছয়, ১ চারসহ ১৮ রান তুলে স্কোরে সমতা নিয়ে আসেন। গায়ানা অধিনায়ক ইমরান তাহির ১৯তম ওভারের দ্বিতীয় বলের সময় ওয়াইড দিলে ১১ বল হাতে রেখেই জিতে যায় সেন্ট লুসিয়া। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাটসম্যান জোন্স অপরাজিত থাকেন ৩১ বলে ৪৮ রান করে, চেজ ছাড়েন ২২ বলে ৩৯ রান নিয়ে। শেষের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের আগে বল হাতে ১ উইকেট নিয়ে ম্যান অব দ্য ফাইনাল হন রোস্টন চেজ। আর ১২ ইনিংসে ২২ উইকেট নিয়ে টুর্নামেন্টসেরা হন সেন্ট লুসিয়ার আফগান স্পিনার নূর আহমেদ।

৪ বছর পর পাওয়া সেঞ্চুরিতে মিসবাহর পরই শান মাসুদ

আপনজন ডেস্ক: ইনিংসের মাত্র চতুর্থ ওভার। গাস অ্যাটকিনসনের লেগ স্টাম্পের বাইরের বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন সাইম আইয়ুব। টেস্ট ক্রিকেটে পাকিস্তান হয়তো আরেকটি বাজে দিন দেখতে যাচ্ছে, তখন অনেকেই এমনটা ভাবছিলেন। কিন্তু উইকেটে এসে মুখোমুখি হওয়া প্রথম বলে দুর্দান্ত এক স্ট্রেট ড্রাইভে ২ রান নিয়ে পাকিস্তানের অধিনায়ক শান মাসুদ দেন অন্য ইঙ্গিত। শান মাসুদের দেওয়া পূর্বাভাস মেনেই এগোচ্ছে মুলতানে পাকিস্তান-ইংল্যান্ড প্রথম টেস্ট। ঘরের মাঠে বাংলাদেশের কাছে দুই টেস্টের সিরিজে ধবলধোলাই হওয়ার পর সমালোচনায় জেরবার পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। দলকে ভালো কিছু এনে দিতে চেয়েছিলেন। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে সেটার পথই হয়তো দেখিয়ে দিলেন শান মাসুদ। শান মাসুদকে নিয়েও কি সমালোচনা কম হয়েছে! বাংলাদেশ সিরিজের পর যে সমালোচনার

তীব্রতা শুধু বেড়েছেই। না আছে নেতৃত্বগুণ, না আছে ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স–এমনটাই ছিল বলছিলেন সমালোচকেরা। এমনটা বলার কারণও ছিল যথেষ্ট। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মুলতান টেস্ট খেলতে নামার আগে মাসুদ সর্বশেষ সেঞ্চুরি পেয়েছেন ২০২০ সালের ৫ আগস্ট। ওল্ড ট্রাফোর্ডে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সেই সেঞ্চুরির পর আজকের আগপর্যন্ত খেলেছেন ২৬ ইনিংস। সর্বোচ্চ রান ছিল ৯০। অবশেষে সেই ইংল্যান্ডকে দিয়েই সেঞ্চুরির খরা কাটালেন মাসুদ। মুলতানে আজ সেঞ্চুরিটি আরও দুটি দিক থেকে বিশেষ। এই সেঞ্চুরিতে তিনি দুটি দিক থেকে পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক মিসবাহ-উল-হকের পরে নাম লিখিয়েছেন। মাসুদ সেঞ্চুরি করেছেন ১০২ বলে। ২০১৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মিসবাহর ৫৬ বলে সেঞ্চুরির পর এটাই পাকিস্তানের দ্রুততম টেস্ট সেঞ্চুরি। পাকিস্তানি অধিনায়কদের মধ্যেও মিসবাহর সেই ৫৬ বলের সেঞ্চুরির পর এটা দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি। টেস্ট ক্রিকেটে এটি পঞ্চম সেঞ্চুরি মাসুদের। পাকিস্তানের এর চেয়ে কম বলেও টেস্ট সেঞ্চুরি করেছেন অনেকে। শহীদ আফ্রিদিরই দুটি সেঞ্চুরি আছে ৭৮ বলে। মাজিদ খান ৭৪ বলে টেস্ট সেঞ্চুরি করেছেন। এ ছাড়া সরফরাজ আহমেদ ৮০, কামরান আকমল ৮১, ওয়াসিম আকরাম ৮৬, আবদুল রাজ্জাক ৯২ ও শহীদ আফ্রিদি ৯৬ বলে টেস্টে সেঞ্চুরি করেছেন। কিন্তু এর কোনোটিই অধিনায়ক হিসেবে বা ২০১৪ সালের মিসবাহর সেই সেঞ্চুরির পরে নয়।

অন্তর্বর্তী জয়াসুরিয়া স্থায়ী হলেন শ্রীলঙ্কা দলে

আপনজন ডেস্ক: বিষয়টি অনেকটা অনুমিতই ছিল, আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটা এসেছে আজ। শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ড এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, অন্তর্বর্তী কোচ সনাৎ জয়াসুরিয়াকে তারা স্থায়ীভাবে প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। এ বছরের জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে শ্রীলঙ্কা গ্রুপপর্ব থেকেই বিদায় নেওয়ার পর ক্রিস সিলভারউড দলটির প্রধান কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ান। সিলভারউডের জায়গায় প্রধান কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয় জয়াসুরিয়াকে। ১৯৯৬ বিশ্বকাপ জয়ী সাবেক এই শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার এত দিন ছিলেন অন্তর্বর্তী কোচ। ৫৫ বছর বয়সী জয়াসুরিয়াকে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়ে বিবৃতিতে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বলেছে, 'শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের নির্বাহী কমিটি ভারত, ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দলের ভালো পারফরম্যান্সকে বিবেচনায় নিয়েছে।' ৩ মাসে জয়াসুরিয়ার অধীনে তিনটি সিরিজ খেলেছে শ্রীলঙ্কা। দেশের মাটিতে ভারতের কাছে

টি-টোয়েন্টি সিরিজে হারলেও ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে ২-০ ব্যবধানে। এটা ছিল ভারতের বিপক্ষে ২৭ বছর পর শ্রীলঙ্কার প্রথম সিরিজ জয়। এরপর ইংল্যান্ড সফরে তিন টেস্টের সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে হারলেও ওভালে শেষ টেস্টে বড় জয় পায় তারা। এটি ছিল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১০ বছর পর শ্রীলঙ্কার প্রথম টেস্ট জয়। সর্বশেষ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজ ২-০ ব্যবধানে জিতেছে শ্রীলঙ্কা। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এটা ছিল ১৫ বছর পর শ্রীলঙ্কার প্রথম টেস্ট সিরিজ জয়। এভাবে ধারাবাহিক ভালো পারফরম্যান্সের পর জয়াসুরিয়াকেই প্রধান কোচ হিসেবে রেখে দেওয়ার কথা ভাবছিল লঙ্কান বোর্ড। আজ ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত সাবেক এই ক্রিকেটারকে প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে তারা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শ্রীলঙ্কার হয়ে ৫৮৬ ম্যাচ খেলে ৪২টি সেঞ্চুরিসহ ২১০৩২ রান করেছেন জয়াসুরিয়া। বাঁহাতি স্পিনে নিয়েছেন ৪৪০ উইকেট। শ্রীলঙ্কার সাবেক অধিনায়ক জয়াসুরিয়া কাজ করেছেন দলের নির্বাচক হিসেবেও।

মায়াঙ্কে মুগ্ধ ভারত, উমরান মালিক কোথায়?

আপনজন ডেস্ক: মে থেকে সেপ্টেম্বর–টানা পাঁচ মাস কোনো প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচই খেলেননি মায়াঙ্ক যাদব। লম্বা সময় খেলার বাইরে থাকা এই পেসারকেই গতকাল গোয়ালিয়রে বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি ক্যাপ দিয়েছে ভারত। মায়াঙ্ক অভিষেকে আলোড়ন তুলেছেন, তা নয়। ১ উইকেট নিয়েছেন ২১ রানে। তবে ২১ বছর বয়সী এই পেসারকে নিয়ে মুগ্ধ শেষে উচ্ছ্বাসই প্রকাশ করেছেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। মায়াঙ্কের ভারত দলে সুযোগ পাওয়াটা গতির সূত্রে। এ বছরের এপ্রিলে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের হয়ে চার ম্যাচ খেলেছেন মায়াঙ্ক। এই চার ম্যাচেই গতির ঝড় তুলে চমকে দিয়েছিলেন সবাইকে, নিয়মিত বল করেন ঘণ্টায় ১৫০ কিলোমিটারের আশপাশে। রোববার বাংলাদেশের বিপক্ষেও মায়াঙ্কের একটি ডেলিভারির গতি উঠেছে ঘণ্টায় ১৪৯.৯ কিমি। ভারতের ক্রিকেটে গতিই যদি হয় আলোচনার বিষয়, তবে আগে আসার কথা উমরান মালিকের নাম। খুব বেশি দিন আগে নয়, ২০২২ আইপিএলেই গতির ঝড়ে চারপাশে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন উমরান। পাকিস্তানের শোয়েব আখতার যাঁকে দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ক্রিকেটের সবচেয়ে বেশি গতির বলটি উমরানই করবে। মুগ্ধতার কথা জানিয়েছিলেন গতির জন্য খ্যাত ব্রেট লি, ডেল স্টেইনরাও। কিন্তু গত দুই বছরে উমরান তাঁর সম্ভাবনা কাজে লাগানো দূরে থাক, আলোচনারই বাইরে চলে গেছেন। ভারতের ক্রিকেট যখন মায়াঙ্কে মুগ্ধ, উমরান তখন কোথাও নেই। আইপিএলে গতির রেকর্ড গড়া সেই উমরান এখন আসলে কোথায়? উমরানের উঠে আসা জম্মু-কাশ্মীর থেকে, যেখানে ক্রিকেটের চর্চা ভারতের বেশির ভাগ রাজ্যের চেয়ে কম। ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত ক্রিকেট বল দিয়ে খেলেনওনি উমরান। ঘটনাচক্রেই ভারতের ক্রিকেটে প্রবেশ ঘটেছিল তাঁর। ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দলের নির্বাচকেরা বৈষ্ণদেবী মন্দিরে ঘুরতে গেলে কাছের এক নেটের সিমেন্ট পিচে বল করতে দেখেছিলেন উমরানকে। সেখান থেকে তাঁর জায়গা হয় সানরাইজার্স হায়দরাবাদের নেটে, একপর্যায়ে মূল দলেও। ২০২২ আইপিএল ছিল উমরানের ক্যারিয়ারের উত্থান, একই সঙ্গে উজ্জ্বলতম পর্ব। ১৪ ম্যাচ খেলে প্রতিটিতেই প্রায় নিয়মিত ১৫০ কিলোমিটারের বেশি গতি তুলেছেন। টানা আট ম্যাচে দ্রুততম ডেলিভারির পুরস্কার উঠেছিল তাঁর হাতে। গতিতে ব্যাটসম্যানদের এলোমেলো করে দিয়ে উইকেটও নিয়েছিলেন ২২টি। এমন আলোড়ন তোলা আইপিএলের পর সে বছরই ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ানডে অভিষেক হয় উমরানের। তবে পথচলাটা বেশি দূর এগোয়নি। এখন পর্যন্ত খেলা ৮ টি-টোয়েন্টির সর্বশেষটি ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে, ১০ ওয়ানডের সর্বশেষটি একই বছরের জুলাইয়ে। এরপর এক বছরে ভারত জাতীয় দলের হয়ে যেমন খেলতে পারেনি, খেলেননি ভারতের ঘরোয়া লিস্ট 'এ' ক্রিকেটেও। আগের তিনবারের ধারাবাহিকতায় এবারও আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদে ছিলেন। তবে ম্যাচ খেলেছেন মাত্র একটি, তা-ও প্রথম ওভারে ১৫ রান দেওয়ার পর আর বলই হাতে পাননি। আর ২৭ মার্চ মুম্বাই-হায়দরাবাদ ম্যাচের পর গত ছয় মাসে তো কোনো প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটই খেলেননি। ২২ বছর বয়সে হইচই ফেলে দেওয়া উমরান দুই বছরের মধ্যে এভাবে ছিটকে গেলেন কীভাবে? মোটের ওপর দুটি কারণ। প্রথমত, বোলিংয়ের ধার কমে যাওয়া। ভারতের হয়ে যে কটা ম্যাচ খেলেছেন, তাতে উমরানের বোলিংয়ে নিয়ন্ত্রণ ছিল কম। রান দিয়েছেন বেশি। যে ৮টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন তাতে উইকেট পেয়েছেন ১১টি, রান দিয়েছেন ১০.৪৮ গড়ে। ভারতের হয়ে অন্তত ১০ উইকেট নেওয়া বোলারদের মধ্যে এটি সবচেয়ে বাজে ইকোনমি। যদিও স্ট্রাইক রেট ছিল ভালোই, প্রতি ২২.০৯ বলে উইকেট।

বাংলাদেশকে অলআউট করে বিশ্ব রেকর্ড ভারতের

আপনজন ডেস্ক: শোচনীয়–গোয়ালিয়রে গতকাল রাতে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ভারতের কাছে বাংলাদেশের হারকে এক শব্দে ব্যাখ্যা করলে এটা লেখাই যায়। নতুন আন্তর্জাতিক ভেন্যু শ্রীমন্ত মাধবরাও সিন্ধিয়া স্টেডিয়ামে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ১ বল বাকি থাকতে ১২৭ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। টি-টোয়েন্টির বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারত ৭ উইকেট আর ৪৯ বল হাতে রেখেই লক্ষ্য টপকে যায়। অভিষিক্ত অলরাউন্ডার নীতিশ রেড্ডি ছাড়া ভারতের সব বোলারই কাল উইকেট পেয়েছেন। অর্শদীপ সিং ও বরুণ চক্রবর্তী পান ৩টি করে উইকেট। ১টি করে শিকার হার্দিক পান্ডিয়া, ওয়াশিংটন সুন্দর ও অভিষিক্ত ফাস্ট বোলার মায়াঙ্ক যাদবের। তাসকিন আহমেদ হন রানআউট। বাংলাদেশকে কাল অল্প রানে গুটিয়ে দিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে পাকিস্তানের সঙ্গে একটি বিশ্ব রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছে ভারত। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান এখন এই সংস্করণে প্রতিপক্ষকে সবচেয়ে বেশিবার অলআউট করার হিসাবে যৌথভাবে শীর্ষে। দুই দলই প্রতিপক্ষকে ৪২ বার করে অলআউট করেছে। তবে ম্যাচের হিসাব করলে ভারতই সফল। পাকিস্তানের বোলার-ফিল্ডাররা ২৪৫ ম্যাচের মধ্যে ৪২টিতে প্রতিপক্ষের সব উইকেট নিতে পেরেছেন; এই সংখ্যায় পৌঁছাতে ভারতের লেগেছে ২৩৬ ম্যাচ। তালিকায় ভারত-পাকিস্তানের পরেই আছে নিউজিল্যান্ড। কিউইরা এখন পর্যন্ত ২২০টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে ৪০ বার প্রতিপক্ষকে গুটিয়ে দিয়েছে। শীর্ষ পাঁচের বাকি দুটি দল উগান্ডা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্রিকেট-বিশ্বকে চমকে দিয়ে

সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা করে নেওয়া উগান্ডা ৯৫ ম্যাচ খেলে ৩৫ বার প্রতিপক্ষকে অলআউট করেছে। ক্যারিবীয়রা ২০৫ ম্যাচ খেলে প্রতিপক্ষের সব উইকেট নিতে পেরেছে ৩২ বার। প্রতিপক্ষকে সবচেয়ে বেশিবার অলআউট করার সুখকর রেকর্ড যেমন আছে, এর বিপরীতে আছে সবচেয়ে বেশিবার অলআউট হওয়ার বিব্রতকর রেকর্ডও। সেখানে বিশ্ব রেকর্ড গড়ার পথেই আছে টি-টোয়েন্টিতে অপেক্ষাকৃত কমজোরি দল বাংলাদেশ। কাল গোয়ালিয়রের ম্যাচটিসহ বাংলাদেশ ৩৯ বার এই সংস্করণে অলআউট হয়েছে। বিব্রতকর এই রেকর্ডে সবার ওপরে শ্রীলঙ্কা। লঙ্কানরা ১৯৫ ম্যাচ খেলে ৪২ বার সব কটি উইকেট হারিয়েছে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**